জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায়রে-
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায়রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে,
ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

NATIONAL ANTHEM

My Bengal of gold, I love you
Forever your skies, your air set my heart in tune
as if it were a flute.

In Spring, Oh mother mine, the fragrance from
Your mango-groves makes me wild with joy
Ah, what a thrill!

In Autumn, Oh mother mine,
in the full-blossomed paddy fields,

I have seen spread all over-sweet smiles!
Ah, what a beauty, what shades, what an affection
and what a tenderness!

What a quilt have you spread at the feet of
banyan trees and along the banks of rivers!
Oh mother mine, words from your lips are like
Nectar to my ears!
Ah, what a thrill!

If sadness, Oh mother mine
casts a gloom on your face,
my eyes are filled with tears!

(Official translation by Syed Ali Ahsan)

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

BHF

BANGLADESH
HANDBALL FEDERATION

শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়াম

প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের উদ্যোগে সকল সদস্যকে নিয়ে একটি সাধারণ সভার আয়োজন এবং এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি আশাকরি অনুষ্ঠেয় সাধারণ সভাটির মাধ্যমে পারস্পরিক হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকাশিতব্য স্মরণিকাটি ফেডারেশনের গৌরবময় কার্যক্রমের স্বাক্ষীসহ হ্যান্ডবলের ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণের আশাব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনে তারুণ্যদীপ্ত ক্রীড়া সংগঠকগণ রয়েছেন যারা হ্যান্ডবলের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সদস্য ছাড়াও বেশ কিছু প্রাক্তন জাতীয় হ্যান্ডবল খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠক বিভিন্ন সাব-কমিটির সদস্য হয়ে নিয়মিত কাজ করায় ফেডারেশনের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ক্লাব লিগ ও জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এছাড়া আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়ও নিয়মিত অংশ নিয়ে থাকে। বাংলাদেশেও এ ফেডারেশন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এসকল প্রতিযোগিতার আয়োজনে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। এর মধ্যে কিউট (মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড), এক্সিম ব্যাংক, পোলার আইসক্রীম (ঢাকা আইসক্রীম ইন্ডাস্ট্রিজ), ওয়ালটন গ্রুপ ও প্রাণ গ্রুপ উল্লেখযোগ্য। ক্রীড়ানুরাগী এই জাতীয় আরো শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সফল ব্যাবসায়ীবৃন্দ এমনিভাবে এগিয়ে আসলে স্বাভাবিকভাবেই হ্যান্ডবল আরো সমৃদ্ধশালী হবে। খেলোয়াড়দেরও এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হ্যান্ডবলের মান বাড়াতে হবে।

আমি বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের অনুষ্ঠেয় সাধারণ সভা এবং প্রকাশিতব্য স্মরণিকার সাফল্য কামনা করছি। একইসাথে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সকল কর্মকর্তা, আয়োজক, পৃষ্ঠপোষক, খেলোয়াড়, সভায় অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য ও স্মরণিকা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মো: জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

সভাপতি
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন আগামী ২২ শে জুন ২০১৯ তারিখে তাদের সাধারণ সভার আয়োজন করতে যাচ্ছে। এই ধরনের সাধারণ সভা হ্যান্ডবল সংশ্লিষ্ট সকলের চিন্তাচেতনার প্রক্রিয়াটিকে সু-সজ্জিত এবং সমৃদ্ধ করবে, পাশাপাশি প্রতিনিধিরা একে অন্যের সাথে কুশল ও মতামত বিনিময় করার একটি বিরল সুযোগ পাবেন। আমি আশা করব বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন তার এই সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মূল্যবোধ ও মতামতের আলোকে একটি সুন্দর আগামীর পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আলোকে স্মরণিকাটি একটি আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন ও স্মরণিকা প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। হ্যান্ডবল আরও এগিয়ে যাক ও সাফল্য বয়ে আনুক। পরিশেষে বার্ষিক সাধারণ সভার সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবদুল্লাহ্ আল ইসলাম জ্যাকব, এম.পি

সভাপতি
বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন

বাণী

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ জন্য বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সকল সদস্যকে সাধুবাদ জানাই। যে কোন ক্রীড়া ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সভা আয়োজনের মাধ্যমে ফেডারেশনের প্রতিটি সাধারণ সদস্যের সম্মিলিত প্রয়াসে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের একটি সঠিক রূপরেখা তৈরী করার পথ সুগম হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার হ্যান্ডবলে ২য় শক্তিধর সংগঠন বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন তার সাধারণ সভা আয়োজন অবশ্যই একটি ভালো সংবাদ।

বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি খেলা সম্পর্কে আমার অগ্রসরায়নের বার্তা থাকে। আমার জানামতে বাংলাদেশের অন্যতম একটি ব্যাস্ত ক্রীড়া সংগঠন বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন, যারা বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মিনি হ্যান্ডবল (অনূর্ধ্ব-১০) থেকে শুরু করে সিনিয়র লেভেল পর্যন্ত সব বয়সী মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এই বিষয়টি অন্যান্য ফেডারেশনের জন্য একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সভা ছাড়াও আরো কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি আশাকরি বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সকল সদস্যের মিলিত প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আয়োজনটি সার্থক ও সফলভাবে শেষ হবে এবং সকলের কাছে তাদের কাজের স্বচ্ছতার প্রমাণ রাখবে।

আমি বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি এবং ভবিষ্যতে আরো সাফল্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য সুনাম বয়ে আনবে বলে আশা রাখি।

জেনারেল আজিজ আহমেদ
বিএসপি, বিজিবিএম, পিবিজিএম, বিজিবিএমএস, পিএসসি,জি

ভারপ্রাপ্ত সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন আগামী ২২ জুন ২০১৯ তারিখে সাধারণ সভা করতে যাচ্ছে এ জন্য বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। এ ধরনের সাধারণ সভা আয়োজনে যে কোন খেলার ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। খুব অল্প সময় হলো আমি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের সচীব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করেছি। এরই মধ্যে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন আয়োজিত দুটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে অংশ নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এ দুটি অনুষ্ঠানে হ্যান্ডবল সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ ছাড়াও অন্যান্য ফেডারেশনের সম্মাণীত কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির মাধ্যমে ক্রীড়াঙ্গনে পারস্পারিক সুসম্পর্ক তৈরী হওয়ার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা ক্রীড়াঙ্গনের জন্য সুফল বয়ে আনতে সাহায্য করে।

এ মন্ত্রণালয় সব সময় প্রতিটি খেলার উন্নয়ন ও খেলোয়াড়দের দক্ষ করে তোলার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়ে থাকে। আশাকরি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন তাদের দক্ষ সংগঠকদের মাধ্যমে অতীতের মতো চমৎকার ও সফলভাবে তাদের তৃণমূল খেলোয়াড়দের হ্যান্ডবল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জাতীয় খেলোয়াড় তৈরীতে সক্ষম হবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্য লাভ করে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

সাধারণ সভা উপলক্ষে স্মরণীকা প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। সাধারণ সভাটি সফলভাবে আয়োজনের জন্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইলো শুভ কামনা।

সাধারণ সভা সফল হোক।

ড: মো: জাফর উদ্দীন

মহাসচিব
বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন

বাণী

আগামী ২২ জুন ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন সাধারণ সভার আয়োজন করতে যাচ্ছে জেনে আমি সত্যি আনন্দিত। উল্লেখ্য যে, আমি এই সংগঠনের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পৃক্ত আছি।

সাধারণ সভা আয়োজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি যে কোন সংগঠনের সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালিত স্বচ্ছতার প্রতিচ্ছবি।

সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে জেনে ভাল লাগছে। স্মরণিকায় প্রকাশিতব্য হ্যান্ডবলের বিভিন্ন কর্মকান্ড ও সফলতা সাধারণ সদস্যবৃন্দ ও হ্যান্ডবলের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে অবহিত হবেন এবং ভবিষ্যৎ উত্তরণের কর্মপন্থা খুঁজে পাবেন।

সাধারণ সভা সফলভাবে আয়োজনের জন্য যারা সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি হ্যান্ডবলের উজ্জ্বল ও সাফল্যময় ভবিষ্যৎ কামনা করি।

দেশের অন্যতম ব্যস্ত ও কর্মমুখর ক্রীড়া সংগঠন ও সক্রিয় ফেডারেশনের গৌরব অর্জনকারী বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন তার কর্মচাঞ্চল্যের মাধ্যমে দেশের তরুণদের ক্রীড়ায় সম্পৃক্ত থেকে সুস্থ সমাজ গঠনের কাজে সংশ্লিষ্ট সকলে নিয়োজিত থাকবেন বলে আশা করছি।

সৈয়দ শাহেদ রেজা

সভাপতি
বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন।

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই জন্য যে, অবশেষে আমরা সাধারণ সভা আয়োজন করতে যাচ্ছি। এটা আমাদের দীর্ঘদিনের চিন্তার ফসল। সাধারণ সভা আয়োজন করা অত্যন্ত ব্যায়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন আমরা সাধারণ সভা আয়োজন করতে পারিনি। আমরা অনেকদিন যাবৎ ভাবছিলাম প্রতিটি সাধারণ সদস্যকে নিয়ে সাধারণ সভার আয়োজন করবো এবং একসাথে বসে হ্যান্ডবলের উন্নয়নের পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে মতবিনিময় করবো। অবশেষে এলো সেই মহেন্দ্রক্ষণ। আশাকরি উল্লেখিত সাধারণ সভায় প্রত্যেক সাধারণ সদস্য উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করবেন। বাংলাদেশ জাতীয় হ্যান্ডবল দল দীর্ঘদিন একই ধারায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হতে সাফল্য বয়ে আনছে। এই সাফল্য আরও উর্ধ্বমূখী বা আরও বড় ধরনের সাফল্য কিভাবে আনা যায় তার জন্য হ্যান্ডবল সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। আমি আশাকরি আমরা যদি সবাই মিলেমিশে একযোগে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি তবে অবশ্যই আমাদের জাতীয় দল বর্তমানের চাইতে আরও বেশি সাফল্য বয়ে আনবে এবং বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের মুখ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও উজ্জ্বল করবে। এই সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে যে কমিটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন কাজ সমাধা করবে যাতে এই সাধারণ সভা আয়োজনের উদ্দেশ্য শতভাগ সফল হয়। সাধারণ সভা উপলক্ষে একটি মনোরম স্মরণীকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যেখানে সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধক্ষের দীর্ঘ প্রতিবেদন থাকবে পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের হ্যান্ডবলের ইতিহাস থাকবে।

এই সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে হ্যান্ডবল এর শুরু থেকে এ পর্যন্ত যাদের মূল্যবান অবদান রয়েছে তাদের মধ্য থেকে সেরা ব্যক্তিত্বদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য এবং এতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হ্যান্ডবলের উন্নয়ন ও সফলতার জন্য আরও আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করবে।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সকল সম্মানিত কর্মকর্তাকে যারা হ্যান্ডবলের উন্নয়ন ও সফলতার জন্য সবসময় আমাদের পাশে থেকেছেন এবং বিভিন্নভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আমি আরও ধন্যবাদ জানাই সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে যে সকল প্রতিষ্ঠান সারা বছর হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য আমদের নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছেন।

এই সাধারণ সভা সফল করার জন্য যারা বিভিন্নভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাই এবং যারা এই সাধারণ সভা সফল করার জন্য রাত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের জন্য রইলো শুভ কামনা ও অভিনন্দন।

এ,কে,এম নুরুল ফজল বুলবুল

Message

Secretary General
South Asian Handball Federation

36 Greetings from South Asian Handball Association.

I am really glad to know that BHF is hosting the Annual General Meeting of Bangladesh Federation of Handball on 22nd June 2019.

I am Pleased to note that you have such august house of 88 Council Members, who represent various Clubs and Districts across Bangladesh. It is more encouraging to know that this meting is being hosted after 18 years which will be Presided by dynamic President Mr. A K M Nurul Fazal Bulbul who is proud President of South Asian Handball Association also.

It is a matter of great pride that 11 elite outstanding Honourable dignitaries are being awarded for their great efforts to develop the game of Handball in Bangladesh.

On this occasion a memorable Souvenir is being printed which will be price possesssion for every one for very long time.

Please accept my Best wishes for the successful conduct of the AGM and decisions taken for the development of Handball in Bangladesh.

Please extend my compliments and Best wishes for the Awardees who are being felicitated during the General Meeting.

Anandeshwar Panday

মহাসচিব
সাউথ এশিয়ান হ্যান্ডবল ফেডারেশন

সাউথ এশিয়ান হ্যান্ডবল এসোসিয়েশন থেকে শুভেচ্ছা।

আমি জেনে আনন্দিত যে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন আগামী ২২শে জুন ২০১৯ তারিখে সাধারণ সভার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

আমি আপনাকে জানিয়ে সন্তুষ্ট যে আপনার ৮৪ কাউন্সিল সদস্যের এমন মহান বাড়ি আছে, যারা সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্লাব ও জেলায় প্রতিনিধিত্ব করে। ইহা অনেক উৎসাহব্যঞ্জক যে এই সভা ১৮ বছর পর আয়োজিত হচ্ছে যার সভাপতি হবেন প্রগতিশীল সভাপতি জনাব নুরুল ফজল বুলবুল, যিনি সাউথ এশিয়ান হ্যান্ডবল এসোসিয়েশন এর একজন গর্বিত সভাপতি।

ইহা গৌরবের বিষয় যে ১১ অভিজাত বিশাল সন্মানিত বিশিষ্টজনকে বাংলাদেশে হ্যান্ডবল খেলা উন্নয়নে তাদের বিরাট অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে।

এই ব্যাপারে স্মরনযোগ্য স্মারকগ্রন্থ ছাপানো হয়েছে যার মুল্য দখল হবে দীর্ঘ সময় প্রত্যেকের জন্য।

সাধারণ সভা এর সফল পরিচালনা ও বাংলাদেশে হ্যান্ডবল উন্নয়নের জন্য নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্য আমার শুভ কামনা গ্রহন করুন ।

পুরস্কার প্রাপ্তদের জন্য আমার শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা। সাধারণ সভা চলাকালে সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

আন্তরিকতার সাথে

আননদেশ্বর পান্ডে

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

কৃতজ্ঞতায়

যে কোন সংস্থার বিশেষ করে জনগণের অংশীদারিত্ব মুলকপ্রতিষ্ঠানের ভোক্তা ও সংশ্লিষ্ট দুজনের কাছে কর্তাব্যক্তিগণ অবশ্যই জবাবদিহিতার অঙ্গিকারবদ্ধ। আমাদের এই ক্রীড়াসংগঠন হ্যান্ডবল ফেডারেশনও এর ব্যতিক্রম নয়। এ কথা সবসময়ই আমরা বিবেচনায় রেখে আসছি তাই সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তাগিদ অনেক দিন হয় মনে ধারণ করে আসছি। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা ও আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য সময়মত সাধারণ সভা করতে পারি নাই। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। যদিও আমাদের সক্রিয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বি ও এ সহ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান সমূহও ধারাবাহিক ও নিয়ম মেনে সাধারণ সভা আয়োজন করা হয়ণা। আমরা ও এর ব্যতিক্রম থেকে নিষ্কৃতি পাই নাই। আমাদের ফেডারেশনের কার্য্যনির্বাহী সকল সদস্যগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আগামী ২২শে জুন এই কাঙ্ক্ষিত সভা আয়োজন করতে যাচ্ছি। বিগত বছর সমূহে দেশের মিডিয়া সমূহ হ্যান্ডবল খেলার বিভিন্ন সংবাদ জনসাধারণের কাছে পৌছে দিয়েছেন তারা সকলেই আমাদের ভাল কাজের গৌরবের অংশীদার বলে মনে করি।

ফেডারেশনের সংশ্লিষ্ট সকল ও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যারা আমাদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করেছেন সেই সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের সম্মানিত কাউন্সিলরগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের স্ব-স্ব জেলায় হ্যান্ডবল উন্নয়নে অবদান রেখে তাদের মূল্যবান সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা।

যে সকল ব্যক্তিবর্গ আর্থিক ও মানসিক শক্তি দিয়ে আমাদের সহায়তা করেছেন তাদের কাছেও আমরা ঋণি হয়ে থাকছি। বিগত অনেকগুলো বছরের আয়-ব্যয় ও কর্মসুচি সমূহ বর্ণনা দিতে হয়তবা কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে তার জন্যও আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে আমরা মনে করি এই খেলার জনপ্রিয়তা ও প্রসার লাভের মধ্য দিয়ে আমরা সকলেই বাংলাদেশের জনগণের সু-স্বাস্থ্য গঠন ও সুশৃঙ্খল হওয়ার সার্বিক ক্ষেত্রে অবদান রাখছি।

সাধারণ সভা-২০১৯ আয়োজন উপলক্ষে একটি স্মরনিকা প্রকাশ হচ্ছে তাই এর সবদিকে সার্থক করতে বলি যে এই স্মরনিকার মাধ্যমে আমাদের হ্যান্ডবল ফেডারেশনের অনেক জানা ও অজানা কথা সাধারণ মানুষ জানবে এবং তা ভবিষ্যতের জন্য দলিল হয়ে থাকবে। স্মরনিকা প্রকাশ কমিটিকে তাই জানাই ধন্যবাদ ও অভিনন্দন এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে কৃতজ্ঞতা।

আসাদুজ্জামান কোহিনুর

আহ্বায়ক
সাধারণ সভা ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতি কমিটি

সাধারণ সভা ২০১৯ বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

কৃতজ্ঞতা

অতীতে সাহস করে অনেক কাজই করেছে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন। দায়িত্বের মধ্যে থাকলেও সাধারণ সভা আয়োজনের সিদ্ধান্তটিও অনেকটা সাহস করেই নেওয়া। হ্যান্ডবল ফেডারেশন সভাপতি নুরুল ফজল বুলবুলের ঐকান্তিক ইচ্ছেতে স্বভাবসুলভভাবে সায় দিয়েছেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুর। নির্দেশনা যখন তাদের, স্বাভাবিকভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদের মতো হ্যান্ডবলপ্রেমিদের। সারাদেশের কাউন্সিলরদের একসাথে করা, তাদের সঙ্গী করে ক্রীড়াঙ্গনে ব্যতিক্রমধর্মী একটি সাধারণ সভা আয়োজনের কঠিন কাজটির দায়িত্ব ১১জনের একটি কমিটির ওপর। কঠিন সব সমস্যা এড়িয়ে সুন্দর আয়োজনের জন্য নজরে পড়া সব ফাঁক-ফোকড় তাৎক্ষনিকভাবে সমাধান দেওয়া হয়েছে। দায়সারা ভাবে নয়, প্রচলিত সব নিয়ম-প্রথা মেনে সাধারণ সভা আয়োজন করতে গিয়ে আমাদের একটু বেগ পেতে হয়েছে। কারণটাও পরিস্কার, জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোর সাধারণ সভা হয় না বলেই আমাদের কাছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কোন সুযোগ ছিল না। সাধারণ সভা আয়োজনে বিপুল পরিমান অর্থের প্রয়োজনীতার কথা ততটা আচ করতে পাড়িনি আমরা। যখন বুঝতে পারলাম, তখন অবশ্য খুব যে বেগ পেতে হয়েছে তাও নয়। বিজ্ঞাপন ও অনুদানদাতাদের শতভাগ সহযোগিতায় আমরা হয়েছি বিস্মিত। এক্ষেত্রে আমাদের কয়েকজন কাউন্সিলরের অবদানও ছিল অনুকরনীয়, আন্তরিক ধন্যবাদ তাদের সবাইকে।

হ্যান্ডবল খেলাটির শুরু থেকে ফেডারেশন গদবাধা পথে হাটেনি। তার কার্যক্রমে ছিল নতুনত্ব। নানা নামে, নানা টুর্নামেন্টের আয়োজনে সারাবছর পল্টনের হ্যান্ডবল মাঠটি রাখা হতো ব্যাস্ত। আর এই কাজটি শুরু থেকেই সুচারুরূপে করেছেন ফেডারেশনটির দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা। মাঠে খেলা শুরু করেই থেমে থাকেননি সেইসব দূরদর্শী কর্মকর্তারা। সুষ্ঠ ও সুন্দর আয়োজনের মধ্যে দিয়েই আয়োজনের সফলতা খুজঁতেন তারা। বাংলাদেশে হ্যান্ডবল খেলার শুরুদিন থেকে মাঠে আর ফেডারেশনের অফিসে প্রথম সভাপতি লে. কর্ণেল (অব.) এম এ হামিদের প্রতিদিনের উপস্থিতি যেন ছিল একটি অলিখিত নিয়ম। আর আকবর আলী ভাই, আসাদুজ্জামান কোহিনুর ভাই, আজগর আলী ভাইয়েরা তাতে হতেন অনুপ্রানিত। সেই অনুপ্রেরনায় দিনে দিনে হ্যান্ডবলকে তারা সবাই মিলে চিনিয়ে গেছেন আগামীর পথ। তাদের মাঝে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত হ্যান্ডবলে সক্রিয় একজন কোহিনুর ভাই। মাঝে তিনি সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন হামিদা আলী, কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, টাইগার জলিল, শেখ নাসিম আলী, আশরাফ আহমেদ, ওয়াসিম খান, নজরুল ইসলামদের।

আর এসবই সম্ভব হয়েছে একটি কারণেই। ফেডারেশনটির দায়িত্বশীল শীর্ষকর্তারা শুরুথেকেই আস্থা রেখেছেন তরুন সব হ্যান্ডবলপ্রেমির ওপর। যোগ্য নেতৃত্ব আর তারুন্যের উম্মাদনা মিলেমিশে দেশের মাঠ আর মাঠের বাইরে হ্যান্ডবল খেলাকে নিয়ে গেছে উচুঁ এক স্থানে। যেখানে কর্মকর্তারা নিজেদের পদ পদবী ভুলে গিয়ে কাজ করেন 'আমরা' হয়ে। যে কোন কাজ সামনে এলে লক্ষ্য থাকে একটাই, সফল আর সুন্দর করে তা শেষ করা। ভুল-ত্রুটি নিয়ে নিজেদের আলোচনাও সেরে নেওয়া হয় ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। সেকারণেই হয়ত আজও হ্যান্ডবল ফেডারেশন একটি পারিবারিক বন্ধনের দ্রুত্যি ছড়িয়ে যাচ্ছে অবিরামভাবে।

দেশের সবসময়ের সক্রিয় জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন কোনটি? প্রশ্নটির উত্তর আপাতত একটিই। দেশের ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সর্বজন স্বীকৃত পরিচিতিই এটি। আর এই কথার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিও কিন্তু আছে। দেশের ক্রীড়া সাংবাদিকদের প্রাচীন সংগঠন বাংলাদেশ ক্রীড়ালেখক সমিতি। তাদেরই প্রবর্তিত সক্রিয় ক্রীড়া ফেডারেশনের প্রথমবারের পুরস্কারটিও জিতে নিয়েছিল বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন।

হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যতিক্রমী আয়োজনের তালিকায় আর একটি সংযোজন এবারের সাধারণ সভা। আশা করি এবারের আয়োজন সবার নজর কাড়বে। আর তাই সাধারণ সভা আয়োজক কমিটির সকল সদস্যের জন্য রইল অফুরান শ্রদ্ধা। সাধারণ সভার আয়োজন নিখুত করতে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

আরেকবার ধন্যবাদ সবাইকে।

মোঃ হাসান উল্লাহ খান রানা

সদস্য সচিব
সাধারণ সভা ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতি কমিটি

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ঐকান্তিক ইচ্ছায় অবশেষে আমরা সাধারণ সভা আয়োজন করতে যাচ্ছি। সাধারণ সভা আয়োজনের জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমাকে উক্ত কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব দেয়ায় আমি আনন্দিত ও গর্বিত। অনেকদিন যাবৎ আমরা সাধারণ সভা আয়োজনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কারনে তারিখ নির্ধারন করার পর ও আমরা তা আয়োজন করতে পারিনি। অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে সর্বশেষ নির্ধারিত ২২ জুন,২০১৯ ইং রোজ শনিবার আমরা সাধারণ সভা করতে যাচ্ছি।

সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে একটি মনোরম স্মরনিকা প্রকাশ করার সিদ্বান্ত নেয়া হয়েছে স্মরনিকাটিতে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় ও ছবি প্রকাশিত হবে।

আশা করি কমিটির প্রতিটি সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সহযোগিতায় আমরা সাধারণ সভা সফলভাবে আয়োজন করতে সক্ষম হব। অনুষ্ঠান আয়োজনে এবং স্মরনীকায় অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকলে সবাই তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আমি আশা করি।

সর্বশেষে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সকল কর্মকর্তা ও সাধারন সভা ব্যাবস্থাপনা ও প্রস্তুতি কমিটির সবাই কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই ।

মো: জাহাঙ্গীর হোসেন

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

কার্যনিবাহী কমিটি

এ,কে,এম নুরুল ফজল বুলবুল
সভাপতি

আসাদুজ্জামান কোহিনুর
সাধারণ সম্পাদক

হাসান উল্লাহ খান রানা
সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
সহ-সভাপতি

অ,ন,ম, ওয়াহীদ দুলাল
সহ-সভাপতি

গোলাম হাবীব
সহ-সভাপতি

এস, এম খালেকুজ্জামান স্বপন
সহকারী সাধারন সম্পাদক

মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আহাম্মেদ
সহকারী সাধারন সম্পাদক

মো: জাহাঙ্গীর হোসেন
কোষাধ্যক্ষ

বীর মুক্তিযোদ্ধা
মো: শায়খুল ইসলাম

এনাম-এ-খোদা জুলু
সদস্য

মো: মকবুল হোসেন
সদস্য

মো: সেলিম মিয়া বাবু
সদস্য

মো: আইয়ুব আলী
সদস্য

মইন উদ্দিন ভুইয়া
সদস্য

নুরুল হক বিশ্বাস
সদস্য

শেখ মো: আহসান হাবিব
সদস্য

ত্রীনাথ দাস
সদস্য

মো: নজরুল
ইসলাম নান্টু
সদস্য

আয়শা জামান খুকী
সদস্য

মো: রেজাউল বিশ্বাস
সদস্য

এস, এম আলম
সদস্য

সৈয়দ ফরহাদ হোসেন
সদস্য

মজিবল হক
সদস্য

মো: শফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাকসুদুর
রহমান
সদস্য

জহিরুল ইসলাম
বাসু
সদস্য

কাউন্সিলর, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

মো: মাছুদুর রহমান চুন্নু
ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা

মো: আব্দুর রব শামীম
চট্রগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা

মো: আজমাল হোসেন
রাজশাহী বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা

মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু
খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা

ফেরদৌস জাহান
বরিশাল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা

মো: ফরহাদ হোসেন
সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা

মো: ওবাদুর রহমান ময়না
রংপুর বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা

মো: আকতারুজ্জামান আউয়াল
ময়মনসিংহ বিভাগীয় ক্রী,সং

মাহবুব উজ জামান
ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থা

হাজী মো: মনিরুজ্জামান
গাজীপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা

জহিরুল ইসলাম বাসু
ফরিদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা

মো: নজরুল ইসলাম নান্টু
গোপালগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা

ত্রীনাথ দাস
মাদারীপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা

এম, আব্দুল্লাহ
কিশোরগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা

এস, এম আরিফ মিহির
নারায়নগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা

এ, হাসান ফিরোজ
টাঙ্গাইল জেলা ক্রীড়া সংস্থা

আ, ন, ম ওয়াহিদ দুলাল
চট্রগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা

পুলুপ্রু
বান্দরবান জেলা ক্রীড়া সংস্থা

মো রমজান আলী
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ক্রীড়া সংস্থা

সৈয়দ ফরহাদ হোসেন
রাজশাহী জেলা ক্রীড়া সংস্থা

সৈয়দ মোস্তাক আলী মুকুল
নাটোর জেলা ক্রীড়া সংস্থা

শেখ মো: আহসান হাবীব
চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা

মাহবুব মোরশেদুল আলম লেবু
জয়পুরহাট জেলা ক্রীড়া সংস্থা

এম, এস, আলম
বাগেরহাট জেলা ক্রীড়া সংস্থা

আহম্মদ আলি
সাতক্ষীরা জেলা ক্রীড়া সংস্থা

কাউন্সিলর, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

হিমাদ্রী সাহা মনি
যশোর জেলা ক্রীড়া সংস্থা

মো: পারভেজ আনোয়ার তনু
কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা

মো: রেজাউল বিশ্বাস
নড়াইল জেলা ক্রীড়া সংস্থা

আনোয়ারুল হক শাহী
মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা

নঈম হাসান জোয়ার্দার
চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থা

যতিন কুমার দাস
বরিশাল জেলা ক্রীড়া সংস্থা

আ, স, ম গালিব মাহমুদ খান
ঝালকাঠী জেলা ক্রীড়া সংস্থা

এডভোকেট সাইফুল আহসান কচি
পটুয়াখালী জেলা ক্রীড়া সংস্থা

মাসুদ আলম চৌধুরী
সুনামগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা

মো: মাহাবুল ইসলাম
রংপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা

মো: ওয়াহিদ মুরাদ
গাইবান্ধা জেলা ক্রীড়া সংস্থা

আসলাম হোসেন
দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: সায়খুল ইসলম
পঞ্চগড় জেলা ক্রীড়া সংস্থা

এ, কে, এম কামরুজ্জামান
লালমনিরহাট জেলা ক্রীড়া সংস্থা

মো: কামাল হোসেন
বরগুনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা

মো: শফিকুল ইসলাম
জামালপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা

বদরুল আলম
হবিগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা

নাজনীন হোসেন
সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা

আবুল হাসনাত
নীলফামারী জেলা ক্রীড়া সংস্থা

মো: মজিবল হক
ফেনী জেলা ক্রীড়া সংস্থা

কাউন্সিলর, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

সুবেদার মো: মোজাম্মেল হেসেন
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

এ, টি, এম, শাহীন আহমেদ
বাংলাদেশ পুলিশ

আখেরুন নেছা
বি,জে,এম,সি

রায়হান উদ্দিন ফকির
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

আসাদুজ্জামান কোহিনুর
বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

হামিদা বেগম
বাংলাদেশ হ্যান্ডবল রে: এ:

কামরুন নাহার হীরু
বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা

মুহা: দিদারুল ইসলাম (লিটন)
নারিন্দা প্রগতি বয়েজ ক্লাব

এস, এম খালেকুজ্জামান
প্রাইম স্পোর্টিং ক্লাব

মইন উদ্দিন ভুইয়া
ঢাকা মেরিনার ইয়াংস ক্লাব

মো: আইয়ুব আলী
আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ

নুরুল হক বিশ্বাস
মেনজিস ক্রীড়া চক্র

আশরাফুল আলম
বাংলা ক্লাব

মো: সালাউদ্দিন আহাম্মেদ
সুর্যোদয় ক্রীড়া চক্র

কাজী রাজীব উদ্দিন আহম্মেদ চপল
ওল্ড আইডিয়ালস

সাদাকাত জামিল
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব

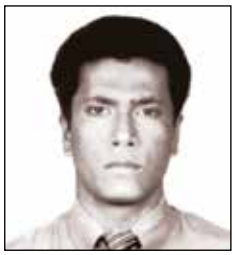

ছালেহ আহমেদ
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

সাঈদ আহমেদ
ফ্লেইম বয়েজ ক্লাব

মো: জাহাঙ্গীর হোসেন
স্টার স্পোর্টস

আহসান আহমেদ (অমিত)
মনসুর স্পোর্টিং ক্লাব

কাউন্সিলর, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

মো: ফারুক ঢালী
সতীর্থ ক্লাব

জাহিদ মাহমুদ
পুর্বাচল পরিষদ

আমজাদ হোসেন মজনু
জুরাইন জনতা ক্লাব

মো: মকবুল হোসেন
নবদ্বীপ সংঘ

মো: সেলিম মিয়া বাবু
সিংনা সংঘ

মো: মোশাররফ হোসেন
গুলশান ইয়ুথ ক্লাব

মো: নাসির উল্লাহ
অদিতি ইন্টারন্যাশনাল

দীন ইসলাম
রাজধানী স্পোর্টিং ক্লাব

মো: সিরাজুল ইসলাম (বাবু)
জয়কালী মন্দির যুব সংঘ

রাশিদা আফজালুন নেসা
ঢাকা মেরিনার ইয়াং ক্লাব

কামরুন নাহার ডানা
মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব

আয়শা জামান খুকী
উষা ক্রীড়া চক্র

মোহাম্মদ নরুল ইসলাম
আর, এন, স্পোর্টস হোম

এ, কে, এম, মমিনুল হক সাইদ
আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ

কাজী নেওয়াজ ইবনে মাহতাব
মাদারীপুর হ্যান্ডবল ট্রেনিং সেন্টার

সৈয়দ শাহেদ রেজা
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

হাসান উল্লাহ খান রানা
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

এনাম-এ-খোদা জুলু
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

গোলাম হাবীব
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সালেহীন সিরাজ
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

হ্যান্ডবল খেলার প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নে, অসামান্য ও গৌরবময় অবদানের জন্য আজীবন সম্মাননা প্রাপ্ত সংগঠকবৃন্দ।

লে:ক: (অব:) এম.এ. হামিদ পি এস সি

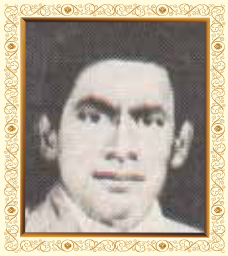

এম. আকবর আলী

আসাদুজ্জামান কোহিনুর

কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমেদ

অধ্যক্ষ হামিদা আলী

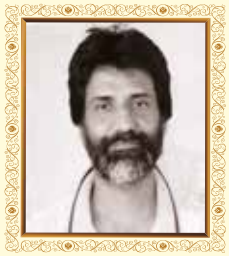

ওয়াসিম খান

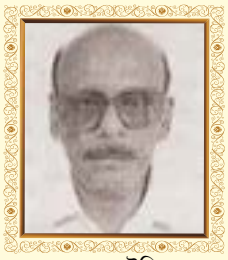

আশরাফ উদ্দিন

মাহাবুবুজ্জামান

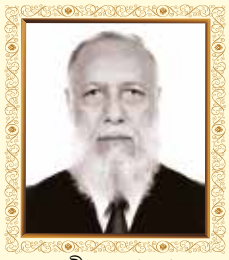

আলী আজগর খান

টাইগার জলিল

মোঃ নজরুল ইসলাম

আজীবন সম্মাননা প্রাপ্ত সংগঠকবৃন্দ

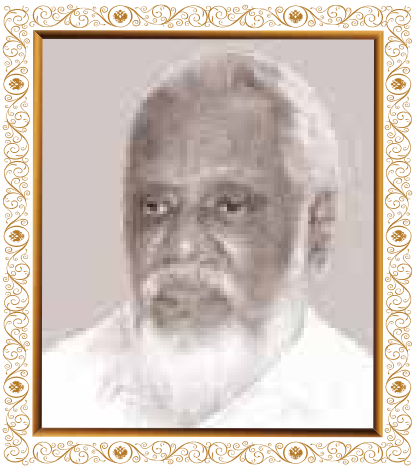

লে:ক: (অব:) এম.এ. হামিদ পি এস সি

* জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান -১৯৮০
* বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন এর সভাপতি ১৯৮৩ থেকে ২০০৬
* ২০০৬ সালে ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন।
* আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।
* স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ হিসেবে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন।
* আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব এর সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।
* ক্রীড়া পাক্ষিক খেলার খবর পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে জনপ্রিয়তা ও সুখ্যাতি অর্জন করেন।

---

* বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক
* ঢাকা ওয়ান্ডারস ক্লাবএর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ২৬ বছর দায়িত্ব পালন করেন।
* ঢাকা মহানগরী ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।
* বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন এর সাধারন সম্পাদক ১৯৮৪ থেকে ১৯৯১
* বাংলাদেশ ক্রীকেট বোর্ড, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন, বাংলাদেশ এথলেটিকস ফেডারেশন, বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন।
* তিনি গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

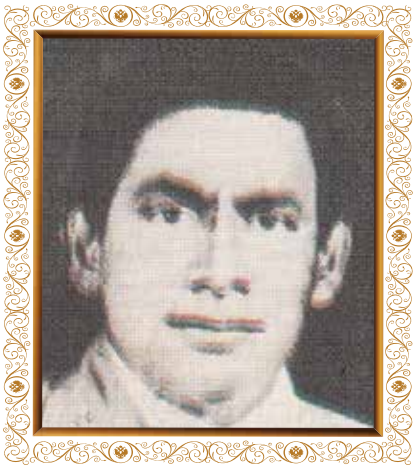

এম. আকবর আলী

আসাদুজ্জামান কোহিনুর

* প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটিতে যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব শুরু করেন।
* দীর্ঘ ১৮ বছর ঢাকা মেরিনার ইয়াংস ক্লাব এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।
* দীর্ঘদিন ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব এর ভলিবল, বাস্কেটবল ও হ্যান্ডবল কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
* মৈসুন্ডি ক্রীড়া চক্রের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন
* ভলিবল, বাস্কেটবল ও হ্যান্ডবল কোচেস ও রেফারি কোর্স এ অংশ নেন এবং সফলতার সাথে শেষ করেন।
* ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব টেবিল টেনিস দলের খেলোয়াড় ছিলেন ও দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তীতে টেবিল টেনিস দলের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
* সাউথ এশিয়ান হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ও পরবর্তীতে সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

* ১৯৯১ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ যুব হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ পুরুষ ও মহিলা হ্যান্ডবল দল প্রথম বারের মত অংশগ্রহণ করে। উক্ত দলের দলনেতা হিসেবে কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমেদ দলের নেতৃত্ব দেন।
* প্রিমিয়ার পুরুষ হ্যান্ডবল লিগ ও ১ম বিভাগ মহিলা হ্যান্ডবল লিগের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।
* মাদারীপুর, নওগাঁ ও তেতুলিয়া হ্যান্ডবল দলের অনুশীলনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন।
* তেঁতুলিয়ায় হ্যান্ডবল একাডেমি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন
* বিভিন্ন সময় জাতীয় দলের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।
* বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্বে ছিলেন। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হ্যান্ডবলের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন।
* ঢাকা মেরিনার ইয়াংস ক্লাবের সহ-সভাপতি ছিলেন।
* লামায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে হ্যান্ডবল দল গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমেদ

অধ্যক্ষ হামিদা আলী

* বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।
* রাজধানী ঢাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ন ও সুবিখ্যাত বিদ্যাপিঠ ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।
* তিনি ভিকারুন্নিসা নুন স্কুলের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তার স্কুল দল প্রতিটি স্কুল টুর্নামেন্ট এ অংশগ্রহণ করতো এবং সর্বাদিকবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরভ অর্জন করে।
* অধ্যক্ষ হামিদা আলীর নেতৃত্বে প্রথম বারের মতো ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ আন্তর্জাতিক স্কুল হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট এ অংশগ্রহন করে।
* ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য কমনওয়েলথ যুব হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ এ বাংলাদেশ জাতীয় (মহিলা) যুব হ্যান্ডবল দলের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
* ২০০০ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান যুব মহিলা হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপ এর অর্গানাইজিং কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন।
* ২০০৮ সালে ভারতের লাক্ষনৌ তে অনুষ্ঠিতব্য ২য় সাউথ এশিয়ান হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল দলের দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

---

* ৯০ এর দশকে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব-এর মহিলা হ্যান্ডবল দল গঠন করেন ও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।
* তিনি ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্রিকেট ও হ্যান্ডবল দলের ম্যানেজার ছিলেন।
* ১৯৯১ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ যুব (পরুষ) হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ পুরুষ হ্যান্ডবল দলের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
* ১৯৯৬ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ১ম সাউথ এশিয়ান হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ জাতীয় পুরুষ হ্যান্ডবল দলের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
* তিনি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ক্রিকেট দলের ম্যানেজার ছিলেন।

ওয়াসিম খান

আশরাফ উদ্দিন

* ১৯৮৪ সালে কোষাধক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনে তার কার্যক্রম শুরু করেন এবং ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।
* ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের পর্যায় ক্রমে সদস্য,সাধারণ সম্পাদক এবং সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।
* ব্রীজ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন।
* বাংলাদেশ হ্যান্ডবল খেলার শুরুর দিকে হ্যান্ডবলের প্রচার ও প্রসারের জন্য আর্থিক অবদান রেখেছেন।

মাহাবুবুজ্জামান

* ভাইস প্রেসিডেন্ট: ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থা বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন
* প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও আজীবন সদস্য: ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব, ওরিয়েন্ট স্পোর্টিং ক্লাব ও উয়ারী ক্লাব
* প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলর: বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন
* প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট: রেসলিং ফেডারেশন, সাইক্লিং ফেডারেশন, ওয়েট লিফ্‌টিং ফেডারেশন, কাবাডি ফেডারেশন ও রহমতগঞ্জ মুসলিম বয়েজ ক্লাব
* আজীবন সদস্য: আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব
* ৫০ (পঞ্চাশ) দশকে ট্রেজারার, বকশিবাজার ক্রিকেট ক্লাব
* ১৯৫২ সনে তদানিন্ত পূর্ব পাকিস্তানের দ্রুততম সাইক্লিস্ট
* ন্যাশনাল কাউন্সিল সদস্য, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ও চেয়ারম্যান, পেশেন্ট ওয়েলফেয়ার কমিটি
* বকশিবাজার বায়তুল মামুর জামে মসজিদের আজীবন সভাপতি,

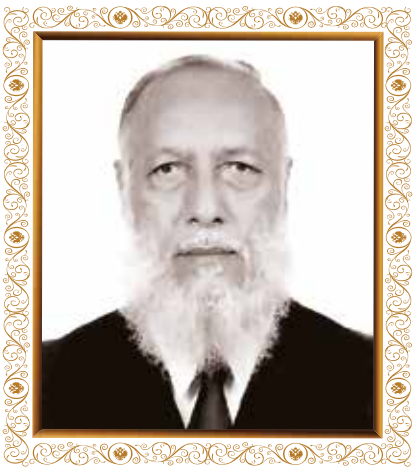

আলী আজগর খান

* প্রথম প্রশিক্ষক -১৯৮২
* বাংলাদেশ হ্যান্ডবল রেফারিজ এসোসিয়েশন- সহ-সভাপতি (প্রতিষ্ঠাতা)
* বাংলাদেশ হ্যান্ডবল রেফারিজ এসোসিয়েশন- সভাপতি (১৯৮৪-২০১৪)
* আই এইচ এফ সলিডারিটি কোচেস কোর্স পাকিস্তান -১৯৯০
* world Chief coaches chief Referees seminar- ১৯৯৫ (মিশর)
* চিফ কোচ-১৯৯৫ কমনওয়েলথ যুব হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ -১৯৯৫ (ঢাকা)
* IHF Solidarity Coaches Course Local Expert-১৯৯৬ এবং ১৯৯৮
* এশিয়ান ইয়ুথ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ টেকনিকেল ডেলিগেট-২০০০

প্রতিষ্ঠাতা

* কুমিল্লা ফিজিকেল এডুকেশন কলেজ, * ময়নামতি বি এড কলেজ এবং, * বাংলাদেশ স্পোর্টস একাডেমি।

নিজের লেখা বইঃ * হ্যান্ডবল আইন-কানুন বই, * হ্যান্ডবলের কলা কৌশল
* হাটা একটি চমৎকার ব্যায়াম, * খেলাধূলার সাধারন জ্ঞান

* ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল রেফারিজ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।
* বাংলাদেশ পুলিশ এর মহিলা হ্যান্ডবল দলের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন ও হ্যান্ডবল দল তৈরি করেন।
* তিনি ১৯৮৩ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হ্যান্ডবল রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

টাইগার জলিল

মোঃ নজরুল ইসলাম

* জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের জিমন্যাস্টিকস প্রশিক্ষক ছিলেন।
* তিনি হ্যান্ডবলের সূচনালগ্নে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের হ্যান্ডবল প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।
* তিনি পরবর্তীতে হ্যান্ডবল রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন।

সাধারণ সভা ২০১৯ ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতি কমিটি

হাসান উল্লাহ খান রানা
আহবায়ক

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
যুগ্ম আহবায়ক

মো: জাহাঙ্গীর হোসেন
সদস্য সচিব

এস, এম খালেকুজ্জামান স্বপন
সদস্য

মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আহাম্মেদ
সদস্য

এনাম-এ-খোদা জুলু
সদস্য

মো: মকবুল হোসেন
সদস্য

মো: সেলিম মিয়া বাবু
সদস্য

মো: আইয়ুব আলী
সদস্য

আয়শা জামান খুকী
সদস্য

মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান
সদস্য

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

প্রথম কার্য্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন
১৯৮৩-৩১/০৩/১৯৯১

ক্র.নং	নাম	পদবী
১.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এম. এ. হামিদ, পিএসসি	সভাপতি
২.	জনাব জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী	সহ-সভাপতি
৩.	মেজর (অবঃ) আলতাফুর রহমান	সহ-সভাপতি
৪.	জনাব এম. আকবর আলী	সাধারণ সম্পাদক
৫.	জনাব আসাদুজ্জামান কোহিনুর	যুগ্ম-সম্পাদক
৬.	জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন	কোষাধ্যক্ষ
৭.	জনাব এম. রেজা	কার্যনির্বাহী সদস্য
৮.	জনাব দলিল উদ্দিন আহম্মদ	কার্যনির্বাহী সদস্য
৯.	মিসেস রওশন আরা ওয়াজহি	কার্যনির্বাহী সদস্য
১০.	জনাব খোরশেদ আলী	কার্যনির্বাহী সদস্য
১১.	জনাব শরীফুল মুসলেমীন খান	কার্যনির্বাহী সদস্য
১২.	ইন্সপেক্টর এম. এ. জলিল	কার্যনির্বাহী সদস্য
১৩.	জনাব এম.বি. খান মজলিশ	কার্যনির্বাহী সদস্য
১৪	জনাব আয়েছ খান	কার্যনির্বাহী সদস্য
১৫	মেজর আফছার কামাল চৌধুরী প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাইফেলস্	কার্যনির্বাহী সদস্য
১৬	ক্যাপ্টেন (অবঃ) মুনীর ইকবাল হামিদ	কার্যনির্বাহী সদস্য
১৭	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এ কে এম কামাল উদ্দিন	কার্যনির্বাহী সদস্য
১৮	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী	কার্যনির্বাহী সদস্য
১৯	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ।	কার্যনির্বাহী সদস্য

কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন ০১/০৪/১৯৯১ হতে ১৪/০২/১৯৯৭

ক্র:নং:	নাম	পদবি
১.	লে: কর্ণেল (অব:) এম, এ হামিদ, পিএসসি,	সভাপতি
২.	কাজী মাহতাবউদ্দিন আহমেদ,	সহ-সভাপতি
৩.	আবদুর রাজ্জাক,	সহ-সভাপতি
৪.	আসাদুজ্জামান কোহিনুর,	সাধারণ সম্পাদক
৫.	শেখ নাসিম আলী	যুগ্ম-সম্পাদক
৬.	মো: আশরাফউদ্দিন	কোষাধ্যক্ষ
৭.	এম, আকবর আলী	সদস্য
৮.	ক্যাপ্টেন (অব:) মুনীর ইকবাল হামিদ	সদস্য
৯.	ওয়াসিম আহমেদ খান	সদস্য
১০.	মো: হাসান উল্লাহ খান রানা	সদস্য
১১.	মোহাম্মদ মৌসুম আলী	সদস্য
১২.	শেখ আইনুল হক	সদস্য
১৩.	এস বি চৌধুরী শিশির	সদস্য
১৪.	ফরহাদ মান্নান টিটো	সদস্য
১৫.	নজরূল ইসলাম প্রতিনিধি ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা,	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা,	সদস্য
১৭.	মো:তোফাজ্জল হোসেন প্রতিনিধি রাজশাহী বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা,	সদস্য
১৮.	আশিকুর রহমান মিকু প্রতিনিধি, খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা,	সদস্য
১৯.	স্কোয়ারড্রেন লিডার জাফর আজিজ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড,	সদস্য
২০.	লে:কর্নেল এ.এস.এম মোজাম্মেল হক প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাইফেলস্ ক্রীড়া বোর্ড,	সদস্য
২১.	মো: হেলাল উদ্দিন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ	সদস্য

কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন ১৫/০২/১৯৯৭ হতে ০৫/০৪/১৯৯৮

ক্র:নং:	নাম	পদবি
১.	লে: কর্নেল (অব:) এম, এ হামিদ, পিএসসি,	সভাপতি
২.	কাজী মাহতাবউদ্দিন আহমেদ,	সহ-সভাপতি
৩.	মিসেস হামিদা আলী	সহ-সভাপতি
৪.	ব্রিগেডিয়ার মো: এনায়েত হোসেন	সহ-সভাপতি
৫.	আসাদুজ্জামান কোহিনুর,	সাধারণ সম্পাদক
৬.	মো: মৌসুম আলী	যুগ্ম-সম্পাদক
৭.	মো: হাসান উল্লাহ খান রানা	যুগ্ম-সম্পাদক
৮.	মো: আশরাফউদ্দিন	কোষাধ্যক্ষ
৯.	ক্যাপ্টেন (অব:) মুনীর ইকবাল হামিদ	সদস্য
১০.	মিসেস লুৎফুন্নেছা হক (বকুল)	সদস্য
১১.	ড: আহম্মদ ইসমাইল মোস্তফা	সদস্য
১২.	মো: নজরুল ইসলাম	সদস্য
১৩.	প্রফেসর আবদুর রহমান	সদস্য
১৪.	এডভোকেট এ.কে.এম.আবদুল হাকিম	সদস্য
১৫.	ওয়াসিম খান	সদস্য
১৬.	মাহমুদ জামাল	সদস্য
১৭.	এস বি চৌধুরী শিশির	সদস্য
১৮.	মো: আজগর আলী খান	সদস্য
১৯.	মো: মকবুল হোসেন	সদস্য
২০.	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	সদস্য
২১.	সাইফুল ইসলাম মাসুদ	সদস্য
২২.	ফজলুর রহমান বাবুল	সদস্য
২৩.	মো: সারওয়ার হোসেন	সদস্য
২৪.	সাব: লে: আমজাদ হোসেন, বিএন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড	সদস্য
২৫.	স্কো: লে: নাঈমুল হোসেন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড	সদস্য
২৬.	হাবি: মনফর আলী প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাইফেলস্	সদস্য
২৭.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
২৮.	এস.এম আলম প্রতিনিধি, বাংলাদেশ আনসার ও ভি ডি পি	সদস্য
২৯.	মো: ইকবাল হোসেন প্রতিনিধি, বি জে এম সি	সদস্য

কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন ০৬/০৪/১৯৯৮ হতে ১৬/০৫/২০০১

ক্র:নং	নাম	পদবি
১	লে: কর্নেল (অব:) এম, এ হামিদ, পিএসসি,	সভাপতি
২	কাজী মাহতাবউদ্দিন আহমেদ	সহ-সভাপতি
৩	অধ্যক্ষা হামিদা আলী	সহ-সভাপতি
৪	সৈয়দ বজলুল করিম বিপিএম	সহ-সভাপতি
৫	মো: নজরুল ইসলাম	সহ-সভাপতি
৬	দিলদার হোসেন সেলিম	সহ-সভাপতি
৭	আসাদুজ্জামান কোহিনুর	সাধারণ সম্পাদক
৮	মো: মৌসুম আলী	যুগ্ন-সম্পাদক
৯	মো: হাসানউল্লাহ খান রানা	যুগ্ন-সম্পাদক
১০	মো: আশরাফউদ্দিন	কোষাধ্যক্ষ
১১	মোস্তাক আহমেদ	সদস্য
১২	ড: ইসমাইল হোসেন মোস্তফা	সদস্য
১৩	মাহবুবুজ্জামান	সদস্য
১৪	ওয়াসিম খান	সদস্য
১৫	এ.কে.এম.আবদুল হাকিম	সদস্য
১৬	মো: মকবুল হোসেন	সদস্য
১৭	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	সদস্য
১৮	সৈয়দ সাহেদ রেজা	সদস্য
১৯	মোহন চৌধুরী	সদস্য
২০	নুরুল হুদা আলম	সদস্য
২১	আবদুর রউফ খান	সদস্য
২২	আলহাজ্ব মকবুল হোসেন	সদস্য
২৩	ফজলুর রহমান বাবুল	সদস্য
২৪	এডভোকেট গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী	সদস্য
২৫	নুরুল ইসলাম	সদস্য
২৬	আনিসুজ্জামান পিন্টু	সদস্য
২৭	সোহরাব হোসেন	সদস্য
২৮	মো: মোজাম্মেল হক	সদস্য
২৯	মো: আবদুল হান্নান	সদস্য
৩০	বেগম রোকসানা খবীর	সদস্য
৩১	মো: হানিফ (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রতিনিধি)	সদস্য

কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন ১৭/০৫/২০০১ হতে ২৩/০৪/২০০৬

ক্র:নং:	নাম	পদবি
১	লে: কর্নেল (অব:) এম, এ হামিদ, পিএসসি,	সভাপতি
২	কাজী মাহতাবউদ্দিন আহমেদ	সহ-সভাপতি
৩	অধ্যক্ষা হামিদা আলী	সহ-সভাপতি
৪	মাহবুবুজ্জামান	সহ-সভাপতি
৫	মো: আবুল খায়ের চন্দন	সহ-সভাপতি
৬	জি এস এম মিজানুর রহমান	সহ-সভাপতি
৭	আসাদুজ্জামান কোহিনুর	সাধারণ সম্পাদক
৮	মো: হাসান উল্লাহ খান রানা	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
৯	মো: নুরুল ইসলাম	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
১০	মো: আশরাফউদ্দিন	কোষাধ্যক্ষ
১১	মৌসূম আলী	সদস্য
১২	ওয়াসিম খান	সদস্য
১৩	মো: আলী আজগর খান	সদস্য
১৪	মো: মকবুল হোসেন	সদস্য
১৫	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	সদস্য
১৬	সৈয়দ সাহেদ রেজা	সদস্য
১৭	আনিসুজ্জামান পিন্টু	সদস্য
১৮	মিসেস রোকসানা খবীর	সদস্য
১৯	শহীদুজ্জামান শহীদ	সদস্য
২০	শেখ আজগর আলী মিন্টু	সদস্য
২১	এস এম খালেকুজ্জামান স্বপন	সদস্য
২২	মঈন উদ্দিন ভূঁইয়া অপু	সদস্য
২৩	মো: সেলিম মিয়া বাবু	সদস্য
২৪	মো: হাবিবুর রহমান হাবিব	সদস্য
২৫	মো: তোফাজ্জল হোসেন	সদস্য
২৬	এস এম আব্দুল্লাহ আল মামুন আশরাফী	সদস্য
২৭	খন্দকার সাদাত উল আনাম পলাশ	সদস্য
২৮	কাজী শামীম আহসান	সদস্য
২৯	মো: শরিফুর রহমান নুরুল হক	সদস্য
৩০	সৈয়দ আলতাফ হোসেন টিপু	সদস্য
৩১	মো: রফিক ভুইয়া (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রতিনিধি)	সদস্য

কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন ২৪/০৪/২০০৬ হতে ১৯/০৭/২০১০

ক্র:নং	নাম	পদবি
১	লে: কর্নেল (অব:) এম, এ হামিদ, পিএসসি,	সভাপতি
২	কাজী মাহতাবউদ্দিন আহমেদ	সহ-সভাপতি
৩	অধ্যক্ষা হামিদা আলী	সহ-সভাপতি
৪	শামীম আহসান	সহ-সভাপতি
৫	এ্যাড: শাহ মো: ওয়ারেছ আলী মামুন	সহ-সভাপতি
৬	আসাদুজ্জামান কোহিনুর	সাধারণ সম্পাদক
৭	মো: হাসান উল্লাহ খান রানা	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
৮	মো: নুরুল ইসলাম	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
৯	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	কোষাধ্যক্ষ
১০	মৌসূম আলী	সদস্য
১১	এস এম খালেকুজ্জামান স্বপন	সদস্য
১২	মো: মকবুল হোসেন	সদস্য
১৩	সৈয়দ সাহেদ রেজা	সদস্য
১৪	ওয়াসিম খান	সদস্য
১৫	মো: সেলিম মিয়া বাবু	সদস্য
১৬	মঈন উদ্দিন ভূঁইয়া (অপু)	সদস্য
১৭	মিজানুর ইসলাম	সদস্য
১৮	মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আহম্মেদ	সদস্য
১৯	নূরুল হক বিশ্বাস	সদস্য
২০	মো: আইয়ুব আলী	সদস্য
২১	মো: আনিসুজ্জামান পিন্টু	সদস্য
২২	জাহিরুল ইসলাম বাসু	সদস্য
২৩	মাহবুব মোরশেদুল আলম লেবু	সদস্য
২৪	শায়খুল ইসলাম	সদস্য
২৫	নজরুল ইসলাম নান্টু	সদস্য
২৬	মো: নাসিরউল্লাহ (প্রতিনিধি, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ)	সদস্য
২৭	কামরুল ইসলাম (প্রতিনিধি, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ)	সদস্য

কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন (এডহক) ২০/০৭/২০১০ হতে ১১/০৫/২০১৩

ক্র:নং:	নাম	পদবি
১	নুরুল ফজল বুলবুল	সভাপতি
২	কাজী মাহতাবউদ্দিন আহমেদ	সহ-সভাপতি
৩	অধ্যক্ষ হামিদা আলী	সহ-সভাপতি
৪	মিসেস কামরুন নাহার ডানা	সহ-সভাপতি
৫	মো: সাইফুজ্জামান (শেখর)	সহ-সভাপতি
৬	মো: আব্দুর রহমান	সহ-সভাপতি
৭	নাজমুল করিম টিংকু	সহ-সভাপতি
৮	কাজী আব্দুল হাকিম	সহ-সভাপতি
৯	আসাদুজ্জামান কোহিনুর	সাধারণ সম্পাদক
১০	আবিদ হোসেন	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
১১	এনাম-এ-খোদা জুলু	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
১২	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	কোষাধ্যক্ষ
১৩	সৈয়দ শাহেদ রেজা	সদস্য
১৪	মৌসূম আলী	সদস্য
১৫	মিসেস হামিদা বেগম	সদস্য
১৬	এস এম খালেকুজ্জামান স্বপন	সদস্য
১৭	মো: মকবুল হোসেন	সদস্য
১৮	ওয়াসিম খান	সদস্য
১৯	মো: সেলিম মিয়া বাবু	সদস্য
২০	মঈন উদ্দিন ভূঁইয়া অপু	সদস্য
২১	মিজানুর ইসলাম	সদস্য
২২	মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আহম্মেদ	সদস্য
২৩	মো: শাহজাহান খান	সদস্য
২৪	নূরুল হক বিশ্বাস	সদস্য
২৫	মো: আইয়ুব আলী	সদস্য
২৬	মো: আনিসুজ্জামান পিন্টু	সদস্য
২৭	জাহিরুল ইসলাম বাসু	সদস্য
২৮	আহসান হাবিব মিন্টু	সদস্য
২৯	মোল্লা সালেহীন সিরাজ	সদস্য
৩০	মো: শফিকুর রহমান	সদস্য
৩১	নজরুল ইসলাম নান্টু	সদস্য

কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন ১২/০৫/২০১৩ হতে ১১/০৬/২০১৭

ক্র:নং	নাম	পদবি
১	নুরুল ফজল বুলবুল	সভাপতি
২	কাজী মাহতাবউদ্দিন আহমেদ	সহ-সভাপতি
৩	মিসেস কামরুন নাহার ডানা	সহ-সভাপতি
৪	মো: হাসান উল্লাহ খান রানা	সহ-সভাপতি
৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: শায়খুল ইসলাম	সহ-সভাপতি
৬	আসাদুজ্জামান কোহিনুর	সাধারণ সম্পাদক
৭	মো: নূরুল ইসলাম	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
৮	এস এম খালেকুজ্জামান স্বপন	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
৯	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	কোষাধ্যক্ষ
১০	এনাম-এ-খোদা জুলু	সদস্য
১১	মো: মকবুল হোসেন	সদস্য
১২	মো: সেলিম মিয়া বাবু	সদস্য
১৩	মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আহম্মেদ	সদস্য
১৪	নূরুল হক বিশ্বাস	সদস্য
১৫	মিজানুর ইসলাম	সদস্য
১৬	মো: আইয়ুব আলী	সদস্য
১৭	মো: আনিসুজ্জামান পিন্টু	সদস্য
১৮	জাহিরুল ইসলাম বাসু	সদস্য
১৯	শেখ মোহাম্মদ আহসান হাবিব মিন্টু	সদস্য
২০	আ.ন.ম ওয়াহিদ দুলাল	সদস্য
২১	বেগম নাসরিন জাহান (পিউরী)	সদস্য
২২	শ্রী ত্রিনাথ দাস	সদস্য
২৩	কাজী মো: উমাম	সদস্য
২৪	মো: বদরুদ্দিন খান	সদস্য
২৫	ফরহাদ নেওয়াজ	সদস্য
২৬	মঈন উদ্দিন ভূঁইয়া অপু (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রতিনিধি)	সদস্য
২৭	শেখ সাব্বির আহমেদ (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রতিনিধি)	সদস্য

কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন ১২/০৬/২০১৭ হতে বর্তমান

ক্র:নং:	নাম	পদবি
১	নুরুল ফজল বুলবুল	সভাপতি
২	মো: হাসান উল্লাহ খান রানা	সহ-সভাপতি
৩	মো: নূরুল ইসলাম	সহ-সভাপতি
৪	আ.ন.ম ওয়াহিদ দুলাল	সহ-সভাপতি
৫	গোলাম হাবিব	সহ-সভাপতি
৬	আসাদুজ্জামান কোহিনুর	সাধারন সম্পাদক
৭	এস এম খালেকুজ্জামান স্বপন	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
৮	মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আহম্মেদ	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
৯	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	কোষাধ্যক্ষ
১০	বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: শায়খুল ইসলাম	সদস্য
১১	এনাম-এ-খোদা জুলু	সদস্য
১২	মো: মকবুল হোসেন	সদস্য
১৩	মো: সেলিম মিয়া বাবু	সদস্য
১৪	মো: আইয়ুব আলী	সদস্য
১৫	নূরুল হক বিশ্বাস	সদস্য
১৬	মঈন উদ্দিন ভূঁইয়া অপু	সদস্য
১৭	শেখ মো: আহসান হাবীব	সদস্য
১৮	শ্রী ত্রিনাথ দাস	সদস্য
১৯	মো: নজরুল ইনসলাম নান্টু	সদস্য
২০	মিসেস আয়শা জামান খুকী	সদস্য
২১	মো: রেজাউল বিশ্বাস	সদস্য
২২	এম.এস.আলম	সদস্য
২৩	সৈয়দ ফরহাদ হোসেন	সদস্য
২৪	মো: মজিবল হক	সদস্য
২৫	মো: শফিকুল ইসলাম	সদস্য
২৬	জহিরুল ইসলাম বাসু (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রতিনিধি)	সদস্য
২৭	মাকসুদুর রহমান (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রতিনিধি)	সদস্য

বাংলাদেশ জাতীয়/যুব হ্যান্ডবল দলের অংশগ্রহন ও অবস্থানের তালিকা

৪র্থ কমনওয়েলথ যুব (পুরুষ) হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ-১৯৯১ দিল্লি, ভারত

৩য়

১. কাজী মাহতাবউদ্দিন আহম্মেদ (দল নেতা)
২. শেখ নাসিম আলী (সহকারী দল নেতা)
৩. ওয়াসিম আহমেদ খান (ম্যানেজার)
৪. ইকবাল শাহনেয়াজ (প্রশিক্ষক)
৫. শাহাবউদ্দিন ভুইয়া (খেলোয়াড়) (ক্যাপ্টেন)
৬. মো: সাইফুদ্দিন ভুইয়া (ভাইস-ক্যাপ্টেন)
৭. মো: হেলাল উদ্দিন
৮. খন্দকার নওশাদ রহমান
৯. মো: শাহীনুর রহমান
১০. মো: আজাদ রহমান
১১. গোলাম মোস্তফা
১২. জগলুল হায়দার
১৩. মংশা প্রু মারমা
১৪. মো: রাশেদুল হাসান
১৫. জাহিদ মাহমুদ
১৬. মো: কামরুল ইসলাম
১৭. সাহেদ আলী
১৮. শহিদুজ্জামান ভুইয়া
১৯. মো: সেলিম মিয়া
২০. সালাউদ্দিন আহম্মেদ

৪র্থ কমনওয়েলথ যুব (মহিলা) হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ-১৯৯১ দিল্লি, ভারত

৪র্থ

১. মো: সোলায়মান (ম্যানেজার)
২. শামসুজ্জামান (সহকারী ম্যানেজার)
৩. সৈয়দা আরজুমা আক্তার (উপ-সহকারী ম্যানেজার)
৪. মো: আকরাম হোসেন (প্রশিক্ষক)
৫. জাকিয়া সুলতানা (খেলোয়াড়) (ক্যাপ্টেন)
৬. আখেরুননেছা
৭. সাহানা
৮. হেনা
৯. স্বপ্না
১০. নাছিমা
১১. রহিমা
১২. সালেহা
১৩. হাসিলতা
১৪. সাহিদা
১৫. জাহানার
১৬. ঝর্ণা
১৭. সেতারা
১৮. মনিরা
১৯. সাহনাজ আক্তার
২০. সেলিনা খানম

৬ষ্ঠ কমনওয়েলথ যুব হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ-১৯৯৫
পুরুষ ও মহিলা, ঢাকা, বাংলাদেশ

রানার আপ

১. মো: হাসান উল্লাহ খান রানা (ম্যানেজার)
২. মো: আলী আজগর খান (চিফ কোচ)
৩. মো: নাসির উল্লাহ লাভলু (কোচ)
৪. নাজির আক্তার মুকুল (কোচ)
৫. এ জেড এম আলতাফ হোসেন (খেলোয়াড়)
৬. হাসিবুল হাসান
৭. আশরাফ ভুইয়া
৮. সৈয়দ মোস্তফা জাহাঙ্গীর
৯. সরওয়ার হোসাইন
১০. আনোয়ারুল ইসলাম
১১. রবিউল ইসলাম
১২. সুলতান মাহমুদ
১৩. সাইফুল ইসলাম
১৪. সাইদুর রহমান
১৫. এনামুল হাসান
১৬. মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন
১৭. আজিজুর রহমান
১৮. রফিকুল ইসলাম
১৯. তাজুল ইসলাম

রানার আপ

১. মিসেস হামিদা আলী (ম্যানেজার)
২. মো: আলী আজগর খান (চিফ কোচ)
৩. মো: ইকবাল হোসেন খান (কোচ)
৪. মো: নাসির উল্লাহ লাভলু (কোচ)
৫. সৈয়দা আসমা বেগম (খেলোয়াড়) (অধিনায়ক)
৬. রাশিদা আফজালুন নেসা
৭. শায়লা পারভীন
৮. রেহেনা আখতার কলি
৯. পারভীন দীনা ইসলাম
১০. ফারজানা ইয়াসমীন
১১. শাহরিন হোসেন তানিয়া
১২. সৈয়দা রেবেকা নাজনীন
১৩. মিতা দেওয়ান
১৪. ইরিনা নাহার
১৫. মাসুমা আখতার
১৬. স্বর্ণা দেওয়ান
১৭. কামরুন নাহার আজাদ
১৮. নাজমুন নাহার কাকলী
১৯. রাশেদা খাতুন
২০. নাফিজা আফজালুন নেসা

১ম দক্ষিণ এশিয়ান হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ -১৯৯৬ (পুরুষ) জয়পুর, ভারত

৩য়

১. ওয়াসিম আহমেদ খান (ম্যানেজার)
২. নাজির আক্তার (প্রশিক্ষক)
৩. মোঃ আকরাম হোসেন (অধিনায়ক)
৪. মোঃ রফিকুল ইসলাম (সহ-অধিনায়ক)
৫. আশরাফ আলী ভুইয়া
৬. সৈয়দ মুস্তফা জাহাঙ্গীর
৭. জনাব সাইদুর রহমান
৮. শেখ সাদ আহমেদ
৯. মোঃ নুরুল ইসলাম
১০. মোঃ শহীদুজ্জামান ভুইয়া
১১. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
১২. গোলাম মোস্তফা
১৩. আব্দুল মতিন
১৪. মংসা প্রু মারমা
১৫. কাজী নিজাম উদ্দিন
১৬. মোঃ আব্দুল হাকিম
১৭. মোহাম্মদ আলী
১৮. মোঃ আনোয়ারল ইসলাম

১ম দক্ষিণ এশিয়ান হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ -১৯৯৬ (মহিলা) জয়পুর, ভারত

রানার আপ

১ মৌসুম আলী (ম্যানেজার)
২ মোঃ ইকবাল হোসেন খান (প্রশিক্ষক)
৩ ফরিদা বেগম (সহকারী)
৪ শাহনাজ আক্তার (অধিনায়ক)
৫ সাহেরা বেগম
৬ সৈয়দা রেবেকা নাজনীন
৭ সৈয়দা আছমা বেগম
৮ শায়লা পারভিন শিখা
৯ নাজমুন নাহার কাকলী
১০ মাসুমা আক্তার
১১ ইরিনা নাহার
১২ পারভীন দীনা ইসলাম
১৩ সেলিনা আক্তার
১৪ কামরুন নাহার আজাদ
১৫ জাহানারা বেগম
১৬ সাহিদা আক্তার
১৭ আনোয়ারা
১৮ সালেহা
১৯ স্বপ্না

৬ষ্ঠ এশিয়ান মহিলা জুনিয়র হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০০০, ঢাকা, বাংলাদেশ

৭ম

১. নুরুল ইসলাম (ম্যানেজার)
২ নাসির উলাহ লাভলু (প্রশিক্ষক)
৩ কামরুল ইসলাম কিরন (প্রশিক্ষক)
৪ শায়লা পারভিন (অধিনায়ক)
৫ ইরিনা নাহার (সহ-অধিনায়ক)
৬ আফরোজা বেগম
৭ মিনা খাতুন
৮ রোকসানা পারভিন
৯ রেহানা পারভিন
১০ আনোয়ারা বেগম
১১ ফারহানা ইয়াসমিন
১২ লিপি বেগম হীরা
১৩ কানিজ ফারহানা খানম
১৪ ডালিয়া আক্তার
১৫ জেসমিন আক্তার
১৬ রোজিনা খাতুন
১৭ রিতা খাতুন
১৮ সাহিদা খাতুন
১৯ শাহনাজ পারভিন

২য় দক্ষিণ এশিয়ান হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ (পুরুষ) ২০০০, ঢাকা, বাংলাদেশ

রানার আপ

১. মো: জাহাঙ্গীর হোসেন (ম্যানেজার)
২. নাজির আক্তার মুকুল (প্রশিক্ষক)
৩. মো: সেলিম মিয়া বাবু (অধিনায়ক)
৪. মো: জাহাঙ্গীর আলম
৫. মা: আমজাদ হোসেন
৬. মো: শাহজাহান সিরাজ
৭. আব্দুল মতিন
৮. মো: আকরাম হোসেন
৯. জগলুল হায়দার
১০. মো: কামরুজ্জামান
১১. সাইদুর রহমান নয়ন
১২. শেখ সাব্বির আহমেদ
১৩. সনৎ মালাকার
১৪. মো: খাইরুজ্জামান
১৫. মির্জা সাইদুজ্জামান
১৬. হুমায়ুন কবির
১৭. মো: সহিদুজ্জামান
১৮. রফিকুল ইসলাম

২য় দক্ষিণ এশিয়ান হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপ (মহিলা) ২০০০, ঢাকা, বাংলাদেশ

রানার আপ

১. মো: মকবুল হোসেন (ম্যানেজার)
২. শাহীন আক্তার (সহকারী ম্যানেজার)
৩. মো: ইকবাল হোসেন (প্রশিক্ষক)
৪. মো: জাহিদ মাহমুদ (সহকারী প্রশিক্ষক)
৫. সৈয়দা রেবেকা নাজনীন (অধিনায়ক)
৬. স্বপ্না পারভীন
৭. শায়লা পারভীন শিখা
৮. আনোয়ারা বেগম
৯. জাহানারা বেগম
১০. রোজিনা খাতুন
১১. ইরিণা নাহার
১২. সৈয়দা আসমা বেগম ময়না
১৩. হাসিলতা বেগম
১৪. রোকসানা পারভীন
১৫. সাহিদা খাতুন
১৬. স্বর্ণা দেওয়ান
১৭. নাজমুন নাহার কাকলী
১৮. মিনা খাতুন
১৯. শায়মা মাহমুদা
২০. আফরোজা বেগম

৯ম এশিয়ান (পুরুষ) জুনিয়র হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়ানশীপ ২০০৪, হায়দ্রাবাদ, ভারত

১০ম

১. কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমেদ (দল নেতা)
২ মোঃ নুরুল ইসলাম (সহকারী দল নেতা)
৩ এস.এম খালেকুজ্জামান (ম্যানেজার)
৪ মোঃ সেলিম মিয়া বাবু (সহকারী ম্যানেজার)
৫ মোঃ মকবুল হোসেন (পর্যবেক্ষন কর্মকর্তা)
৬ মোঃ নাসির উলাহ লাভলু (প্রশিক্ষক ১)
৭ মোঃ কামরুল ইসলাম (প্রশিক্ষক ২)
৮ আমজাদ হোসেন (অধিনায়ক)
৯ কায়সার জাহিদ আহমেদ
১০ তানজিদ হোসেন খান রিফাত
১১ সাদিক মোহাম্মদ শিবলী
১২ দিদার হোসেন
১৩ শফিকুল ইসলাম শফিক
১৪ ফারুক আহম্মেদ
১৫ আসাদুল ইসলাম আসাদ
১৬ ওয়ালিউর রহমান
১৭ জাহিদ হোসেন
১৮ তৌহিদুর রহমান সোহেল
১৯ কামেল হোসেন
২০ টিটন বিশাংগী (সহ-অধিনায়ক)
২১ অভিজিৎ বড়ুয়া
২২ আখতারুজ্জামান রাজন
২৩ মিজানুর রহমান

সাউথ এশিয়ান হ্যান্ডবল চ্যাম্পীয়নশিপ -২০০৭ (অনূর্ধ্ব-১৭) ইসলামাবাদ,পাকিস্তান

রানার আপ

১. মোঃ নুরুল ইসলাম (দল নেতা)
২. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (ম্যানেজার)
৩. মোঃ সালাউদ্দিন আহাম্মেদ (বি এইচ এফ প্রতিনিধি)
৪. মোঃ নাসির উল্লাহ (প্রশিক্ষক)
৫. মোঃ আমজাদ হোসেন (সহঃ প্রশিক্ষক)
৬. মোঃ মকবুল হোসেন (রেফারি)
৭. মোঃ মিজানুর ইসলাম (রেফারি)
৮. সুদীপ এসেনসন (খেলোয়াড়)
৯. ক্ষিতিস দাস
১০. মোঃ আল-আমিন
১১. মোঃ ফাহাদ হাসান অনিক
১২. আরিফুর রহমান
১৩. মোঃ লিয়াকত আলী (অধিনায়ক)
১৪. মোঃ শরীফ আহমেদ খান
১৫. মোঃ রফিকুল ইসলাম রফিক
১৬. মিল্টু সাংমা
১৭. রনি দত্ত
১৮. ইমদাদুল হক হীরা
১৯. নাহিদ বিন ওয়াহেদ
২০. মোঃ শাহিন হোসেন
২১. চৌধুরী এন এ আলীমুরজ্জামান

দক্ষিণ এশিয়ান মহিলা হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০০৮, লাক্ষ্ণৌ, ভারত

রানার আপ

১. মিসেস হামিদা আলী (দলনেতা)
২. মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম (উপ-দলনেতা)
৩. মোঃ সেলিম মিয়া (ম্যানেজার)
৪. আয়শা জামান (খুকি) (সহকারী-ম্যানেজার)
৫. মোঃ নাসির উল্লাহ্ (প্রশিক্ষক)
৬. মোহাম্মদ মকবুল হোসেন (রেফারি)
৭. এস এম খালেকুজ্জামান (রেফারি)
৮. শিলা রায় (খেলোয়াড়)
৯. ইসমত আরা নিশি
১০. শাহনাজ
১১. শারমিন ফারজানা রুমি
১২. রিতা খাতুন
১৩. হ্যাপি বেগম
১৪. আখেরুন নেছা
১৫. ময়না বেগম
১৬. নাজিরা আক্তার
১৭. কামরুন্নাহার শীলা
১৮. লিপি বেগম হীরা
১৯. ডালিয়া আক্তার
২০. শিউলী পারভীন
২১. রোজিনা খাতুন

১১তম এস এ গেমস্-২০১০, ঢাকা
বাংলাদেশ পুরুষ হ্যান্ডবল দল

ব্রোঞ্জ পদক

১. মোঃ মকবুল হোসেন (ম্যানেজার)
২ লোয়াক উলফগাং (প্রধান প্রশিক্ষক)
৩ মোঃ নাসির উললাহ (প্রশিক্ষক-১)
৪ মোঃ কামরুল ইসলাম (প্রশিক্ষক-২)
৫ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (অধিনায়ক)
৬ মোঃ আমজাদ হোসেন
৭ মীর খায়রুজ্জামান
৮ মোঃ সোহরাব খান
৯ মীর সাইদুজ্জামান
১০ মোঃ আসাদুল ইসলাম
১১ মোঃ কামরুল ইসলাম
১২ মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী
১৩ মোঃ ওয়ালিউর রহমান
১৪ মোঃ এমদাদুল হক
১৫ মোঃ শরীফ তিতুমির
১৬ মোঃ জামাল হোসেন
১৭ মোঃ কামেল হোসেন
১৮ রাসেল চাকমা

আই এইচ এফ চ্যালেঞ্জ ট্রফি ২০১০ (ঢাকা)

৩য়

১. মোঃ মিজানুর ইসলাম (ম্যানেজার)
২ মোঃ কামরুল ইসলাম (প্রশিক্ষক)
৩ মোঃ আনিসুজ্জামান পিন্টু (বি এইচ এফ অফিসিয়াল)
৪ এমদাদুল হক হীরা (খেলোয়াড়)
৫ মোঃ সাগর মিয়া
৬ এমদাদুল হক
৭ মোঃ দিদার হোসেন
৮ মোঃ তারেক হাসান
৯ মোঃ সাইদুজ্জামান সানি
১০ মোঃ নাহারুল কাউসাইন
১১ চিনু মং মারমা
১২ মোঃ শাহিন হোসেন
১৩ মুন্সী জিয়াউর রহমান
১৪ রবিউল ইসলাম
১৫ মোঃ সোহাগ হোসেন আরিফ
১৬ আল হাসান মিরাজ
১৭ সুধন বড়ুয়া

আন্তজার্তিক ফ্রেন্ডশিপ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা ২০১১ পুরুষ ও মহিলা, হলদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পুরুষ (চ্যাম্পিয়ন)

১. মো: নূরুল ইসলাম (দলনেতা)
২. মুহাম্মদ আইয়ুব আলী (ম্যানেজার)
৩. শ্রী ত্রিনাথ দাস (সহকারী ম্যানেজার)
৪. মো: কামরুল ইসলাম (প্রশিক্ষক)
৫. মো: রাশেদুল হাসান (সহকারী প্রশিক্ষক)
৬. আমজাদ হোসেন (খেলোয়াড়)
৭. মো: আবু তাহের সিকদার
৮. মো: সাইদুজ্জামান সানি
৯. মীর খায়রুজ্জামান
১০. মো: মাহবুবুল আলম চৌধুরী
১১. চৌধুরী এন.এ.আলীমুজ্জামান
১২. সুধান বড়ুয়া
১৩. মো: আসাদুল ইসলাম
১৪. মো: দিদার হোসেন
১৫. মো: কামেল হোসেন
১৬. রাসেল চাকমা
১৭. মো: সোহাগ হোসেন আরিফ
১৮. মো: ইমদাদুল হক
১৯. মো: কামরুল ইসলাম
২০. মো: জামাল হোসেন

মহিলা (চ্যাম্পিয়ন)

১. নূরুল ইসলাম (দলনেতা)
২. মইন উদ্দিন ভুইয়া (ম্যানেজার)
৩. রাশিদা আফজালুন নেসা (সহকারী ম্যানেজার)
৪. মো: নাসির উল্লাহ (প্রশিক্ষক)
৫. মো: আকরাম হোসেন (সহকারী প্রশিক্ষক)
৬. খালেদা সুলতানা (খেলোয়াড়)
৭. রওশন আরা আক্তার
৮. হাবিবা আক্তার রুপা
৯. শারমিন ফারজানা রুমি
১০. মোছা: সুলতানা রাজিয়া
১১. তৃপ্তি
১২. ডালিয়া আক্তার
১৩. মোসাম্মৎ রোজিনা আক্তার
১৪. মোসাম্মৎ শাহিদা খাতুন
১৫. নাজিরা আক্তার
১৬. রোকসানা পারভীন
১৭. ঝরনা
১৮. লছমি দেবী নেওয়ার
১৯. ময়না বেগম
২০. মোসাম্মৎ শিল্পী আক্তার

আই এইচ এফ ট্রফি-২০১২ পুরুষ ও মহিলা, কাঠমুন্ডু, নেপাল

পুরুষ রানার আপ

১. মো: সালাউদ্দিন আহাম্মেদ (ম্যানেজার)
২. মো: কামরুল ইসলাম কিরন (প্রধান প্রশিক্ষক)
৩. মো: দিদার হোসেন (প্রশিক্ষক)
৪. মো: আসাদুল ইসলাম (প্রশিক্ষক)
৫. মোহাম্মদ জাহেদুল আমিন চৌধুরী (রেফারি)
৬. মো: জাকির হোসেন
৭. মো: এবাদ আলী
৮. মো: আফ্রিদী
৯. মো: আরাফাত আলী
১০. আহ্মেদ জাবির
১১. আশিকুর রহমান খান
১২. এ এস এম রাফায়েত উল্লাহ
১৩. আল-আমিন তৌহিদ
১৪. মো: ইমরান
১৫. চৌধুরী এন এ আলীমুজ্জামান কানন
১৬. মো: নাহারুল কাউসাইন (অধিনায়ক)
১৭. মুন্সি জিয়াউর রহমান
১৮. মো: সোহাগ হোসেন আরিফ
১৯. আল হাসান মিরাজ

মহিলা রানার আপ

১. জাহিরুল ইসলাম (ম্যানেজার)
২. মো: আমজাদ হোসেন (প্রশিক্ষক)
৩. মোছা: সাহিদা খাতুন (প্রশিক্ষক)
৪. মো:রেজওয়ান ইসলাম তামিম (রেফারি)
৫. তৃপ্তি (খেলোয়াড়)
৬. শিউলী খাতুন
৭. সোনিয়া খাতুন
৮. শুশীলা মিন্জ
৯. আমেনা আক্তার
১০. ফালগুনী বিশ্বাস
১১. মোছা: শিরীনা খাতুন
১২. জলি খাতুন
১৩. ঝর্ণা
১৪. মোছা: শিল্পী আক্তার (অধিনায়ক)
১৫. সুমি বেগম
১৬. কোহিনুর আক্তার

৩য় দক্ষিণ এশিয়ান পুরুষ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৪ নইডা, ভারত

৩য়

১. মোঃ নুরুল ইসলাম (দল নেতা)
২. মোঃ এস এম খালেকুজ্জান (ম্যানেজার)
৩. মোঃ মকবুল হোসেন (টেকনিক্যাল অফিসিয়াল)
৪. মোঃ কামরুল ইসলাম (প্রশিক্ষক)
৫. মো: কামরুল ইসলাম
৬. মীর খায়রুজ্জামান
৭. মোঃ আসাদুল ইসলাম
৮. মোঃ কামেল হোসেন
৯. মোঃ জামাল হোসেন
১০. মোঃ দিদার হোসেন
১১. সুধন বড়ুয়া
১২. মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী
১৩. ইমদাদুল হক
১৪. মোঃ নাহারুল কাউসাইন
১৫. আল আমিন তৌহিদ
১৬. মোহাম্মদ রানা মিয়া
১৭. বিপুল ঘোষ
১৮. মোহাম্মদ আবদুল হালিম
১৯. মোহাম্মদ আবদুল গফুর
২০. মোঃ সাগর মিয়া

আই এইচ এফ ট্রফি-২০১৪ (পুরুষ), ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান

৪র্থ

১. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (ম্যানেজার)
২. মোঃ কামরুল ইসলাম (প্রশিক্ষক)
৩. মোঃ মুশফিকুল আহসান (সহকারী প্রশিক্ষক)
৪. আহমেদ জাবির (খেলোয়াড়)
৫. মোহাম্মদ এবাদ আলী
৬. মোঃ ইমরান
৭. মোঃ সোহাগ হোসেন আরিফ (অধিনায়ক)
৮. তামিম শাহরিয়ার
৯. মোঃ সাজেদুল ইসলাম সৌরভ
১০. মোঃ সোহেল রানা
১১. মোঃ ইলিয়াস শেখ
১২. মেহেদী হাসান
১৩. মোহাম্মদ সামছুদ্দিন সানী
১৪. নাজমুল হাসান
১৫. মোঃ রবিউল আওয়াল
১৬. মোহাম্মদ শাকির শামির ইমন
১৭. মোঃ সোহানুর রহমান

আই এইচ এফ ট্রফি-২০১৪ (মহিলা), ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান

চ্যাম্পিয়ান

১. মিসেস লাজুল নাহার করিম (ম্যানেজার)
২. মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন (প্রশিক্ষক)
৩. মোঃ আনোয়ার আজম সরকার (সহকারী প্রশিক্ষক)
৪. ফাল্গুনী বিশ্বাস (খেলোয়াড়)
৫. আমেনা আক্তার
৬. সুমী বেগম
৭. তৃপ্তি (অধিনায়ক)
৮. শিরিনা আক্তার
৯. জলি খাতুন
১০. কোহিনুর আক্তার
১১. হাবিবা আক্তার রুপা
১২. তাবাসুম তামান্না পিংকী
১৩. সাইদা বানু
১৪. মোছাঃ রুবিনা বেগম
১৫. মোছাঃ রহিমা খাতুন
১৬. মাসুদা আক্তার
১৭. মোসা: সিফা

এশিয়ান বীচ গেমস্ ফুকেট, থাইল্যান্ড ২০১৪

৬ষ্ঠ

১. মোঃ নুরুল ইসলাম (ম্যানেজার)
২ মোঃ নাসির উললাহ (প্রশিক্ষক)
৩ মোঃ সালাউদ্দিন আহাম্মেদ (বিএইচএফ অফিসিয়াল)
৪ মোঃ জামাল হোসেন (অধিনায়ক)
৫ মোঃ আশিকুর রহমান খান (খেলোয়াড়)
৬ মোঃ সুধন বড়ুয়া
৭ মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী
৮ বিপুল ঘোষ
৯ মোঃ এমদাদুল এক
১০ মোঃ তৌহিদুর রহমান
১১ চৌধুরী এম এ আলীমুজ্জামান
১২ কাজী রাশেদ নেওয়াজ বাবু

আই এইচ এফ ট্রফি (দ্বিতীয় পর্ব) ২০১৫ (মহিলা), ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

৪র্থ

১. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (দল নেতা)
২. লাজুল নাহার করিম (ম্যানেজার)
৩. মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন (প্রশিক্ষক)
৪. আনোয়ার আযম সরকার (সহকারী প্রশিক্ষক)
৫. ফাল্গুনী বিশ্বাস (খেলোয়াড়)
৬. আমেনা আক্তার
৭. সুমি বেগম
৮. শিরিন আক্তার (অধিনায়ক)
৯. হাবিবা আক্তার রুপা
১০. তাবাসুম তামান্না পিংকী
১১. সাইদা বানু
১২. মোসাঃ সিফা
১৩. মোছাঃ রুবিনা বেগম
১৪. মোছাঃ রহিমা খাতুন
১৫. মোছাঃ মাসুদা আক্তার
১৬. নিশাত নাবিলা
১৭. পূর্ণিমা রানী

৩য় সিঙ্গাপুর উন্মুক্ত হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট ২০১৫ (মহিলা)

৩য়

১. পারভিন নাছিমা নাহার পুতুল (ম্যানেজার)
২ দিদার হোসেন (প্রশিক্ষক)
৩ ইছমত আরা নিশি (অধিনায়ক)
৪ খালেদা সুলতানা (খেলোয়াড়)
৫ মোসাঃ শিল্পী আক্তার
৬ শিরিন আক্তার
৭ ডালিয়া আক্তার
৮ মোসাম্মত সিফা
৯ নাজিরা আক্তার
১০ ফালগুনী বিশ্বাস
১১ সুলতানা রাজিয়া
১২ রোকসানা পারভিন
১৩ সুমি বেগম
১৪ শিলা রায়
১৫ সুশিলা মিংজ
১৬ ঝরনা

৩য় সিঙ্গাপুর ওপেন হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট ২০১৫ (পুরুষ)

৪র্থ

১. মোঃ নুরুল ইসলাম (দলনেতা)
২ মোঃ মইন উদ্দিন ভুইয়া অপু (ম্যানেজার)
৩ মোঃ মোজাম্মেল হক (প্রশিক্ষক)
৪ মীর খায়রুজ্জামান (অধিনায়ক)
৫ সুধন বড়ুয়া (খেলোয়াড়)
৬ মোঃ ইমদাদুল হক
৭ মোঃ আবদুস সাত্তার
৮ মোঃ মেহেদী হাসান
৯ মোঃ রানা মিয়া
১০ মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী
১১ মোঃ সোহেল রানা
১২ রাসেল চাকমা
১৩ মোঃ সোহাগ হোসাইন
১৪ মোঃ ইমরান
১৫ মোঃ সাকির সামির ইমন
১৬ মোঃ সোহেল রানা
১৭ মোঃ তারিকুর রহমান

১২তম এস এ গেমস্- (পুরুষ) ২০১৬ শিলং ও গৌহাটি, ভারত

ব্রোঞ্জ পদক

১. সেলিম মিয়া বাবু (ম্যানেজার)
২. মোঃ নাসির উল্লাহ (প্রশিক্ষক)
৩. মীর খায়রুজ্জামান (অধিনায়ক)
৪. ইমদাদুল হক
৫. আব্দুস সাত্তার
৬. মেহেদী হাসান
৭. মোঃ সোহেল রানা (গোল কিপার)
৮. মোঃ নাজমুল হাসান
৯. মোঃ তরিকুর রহমান
১০. মোঃ রানা মিঞা
১১. সোহেল রানা
১২. রাসেল চাকমা
১৩. মোঃ সোহাগ হোসেন আরিফ
১৪. মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী
১৫. মোঃ ইমরান
১৬. মোঃ সাকির সামির ইমন

১২তম এস এ গেমস্-(মহিলা) ২০১৬
শিলং ও গৌহাটি, ভারত

রৌপ্য পদক

১. রাশিদা আফজানুল নেসা (ম্যানেজার)
২. মোঃ দিদার হোসেন (প্রশিক্ষক)
৩. খালেদা সুলতানা
৪. ঝর্ণা বেগম
৫. মোছাঃ শিল্পী আক্তার
৬. মোছাঃ সুলতানা রাজিয়া
৭. ফাল্গুনি বিশ্বাস
৮. সুমি আক্তার
৯. শিরিনা আক্তার
১০.জলি খাতুন
১১. ডালিয়া আক্তার
১২. শিলা রায়
১৩. সুশিলা মিংজ
১৪. মোছাঃ সাহিদা খাতুন
১৫. ইসমত আরা নিশি
১৬. মোছাঃ সিফা

এশিয়ান বীচ গেমস্-২০১৬
ভিয়েতনাম

৭ম

১. রাশিদা আফজালুন নেসা (ম্যানেজার)
২. নাসিরউল্লাহ লাভলু (প্রশিক্ষক)
৩. ডালিয়া আক্তার (অধিনায়ক)
৪. শিরিনা আক্তার
৫. ইসমত আরা নিশি
৬. সুমি বেগম
৭. তাবাসুম তামান্না পিংকী
৮. পূর্ণিমা রানী
৯. ফাল্গুনী বিশ্বাস
১০. মোসা: সিফা
১১. মোসা: রহিমা খাতুন
১২. শুশিলা মিংজ

আই এইচ এফ (পুরুষ) ট্রফি ২০১৬, ঢাকা, বাংলাদেশ

রানার আপ

১. ত্রিনাথ দাস (ম্যানেজার)
২. কামরুল ইসলাম কিরন (প্রধান প্রশিক্ষক)
৩. কায়সার জাহিদ আহম্মেদ (প্রশিক্ষক)
৪. মাহবুবুর রহমান (খেলোয়াড়)
৫. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান
৬. সোহানুর রহমান
৭. মো: ইমরান (অধিনায়ক)
৮. মোহাম্মদ শাকির শামির ইমন
৯. মেহেদী হাসান
১০. মোঃ বিল্লাল হোসেন হৃদয়
১১. ডালিয়ং খোম লুসাই
১২. মোঃ রবিউল আওয়াল
১৩. মোঃ ইলিয়াস শেখ
১৪. মোঃ সোহেল রানা
১৫. মোহাম্মদ সামছুদ্দিন সানী
১৬. হারমনি ত্রিপুরা
১৭. মো: মাসুম আহম্মেদ

আই এইচ এফ (মহিলা) ট্রফি ২০১৬, ঢাকা, বাংলাদেশ

রানার আপ

১. নাসরিন জাহান (ম্যানেজার)
২. কামরুল ইসলাম (প্রধান প্রশিক্ষক)
৩. তৌহিদুর রহমান সোহেল (প্রশিক্ষক)
৪. রুবিনা বেগম (অধিনায়ক খেলোয়াড়)
৫. সিফা আক্তার
৬. সাহিদা বানু
৭. রহিমা আক্তার
৮. মাসুদা আক্তার
৯. চায়না খাতুন
১০. শাহনাজ পারভীন
১১. শাহিনা খাতুন
১২. আশা আক্তার
১৩. পিংকি খাতুন
১৪. পারুল আক্তার
১৫. শাহিনা আক্তার
১৬. পূর্ণিমা রানী
১৭. তাবাসুম তামান্না পিংকী

১৮তম এশিয়ান পুরুষ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৮ সোয়ন, কোরিয়া

১২তম

১. মো. সোহেল রানা (জি,কে)
২. ইমদাদুল হক
৩. মেহেদী হাসান
৪. মাহবুবুল আলম চৌধুরী (অধিনায়ক)
৫. মো. মাসুম আহমেদ
৬. মো. সোহেল রানা
৭. রাসেল চাকমা
৮. মো. শাকির সামির ইমন
৯. মো. সোহাগ হোসেন
১০. মো. সাগর মিয়া
১১. বিপুল ঘোষ
১২. মো. তারিকুর রহমান
১৩. শামসুদ্দিন সানি
১৪. মো. রবিউল আওয়াল
১৫. এ.কে.এম মমিনুল হক সাঈদ (দলনেতা)
১৬. মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আহম্মেদ (ম্যানেজার)
১৭. কামরুল ইসলাম কিরন (প্রশিক্ষক)

আই এইচ এফ ট্রফি (অনূর্ধ্ব-২০) ২০১৮ ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান

৩য়

১. মোহাম্মদ মকবুল হোসেন (ম্যানেজার)
২. মোঃ নাসির উল্লাহ (প্রশিক্ষক)
৩. মোঃ তৌহিদুর রহমান (সহকারী প্রশিক্ষক)
৪. শেখ মোঃ সায়েম হুসাইন (খেলোয়াড়)
৫. তামিম শাহরিয়ার
৬. ছাচিং অং চাক
৭. শুভ শেখ
৮. সাব্বির হোসেন
৯. মোঃ আব্দুল রাহাত
১০. মোঃ বিল্লাল হোসেন হৃদয়
১১. কাজী মুশফিকুর রহমান
১২. মোঃ মাইদুল ইসলাম
১৩. মোঃ সিহাব আজাব
১৪. সাজিদ হাসান
১৫. মোঃ ইমরান উদ্দিন
১৬. মোঃ তাজু হাসান
১৭. মোঃ সাইমুম হোসাইন মারুফ

আই এইচ এফ ট্রফি (অনূর্ধ্ব-১৮) ২০১৮
ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান

৩য়

১. শেখ মোঃ আহসান হাবিব (ম্যানেজার)
২. মোঃ দিদার হোসেন (প্রশিক্ষক)
৩. মোহাম্মদ হায়দার আলী (সহকারী প্রশিক্ষক)
৪. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান (খেলোয়াড়)
৫. সোহানুর রহমান
৬. ডালিয়ং খোম লুসাই
৭. মোঃ আবু কাউসার
৮. মোঃ আলী আহমেদ
৯. মোঃ মনির হোসেন
১০. রেজাউল করীম
১১. ইকরামুল আকাশ
১২. মোঃ আসাদুজ্জামান (শুভ)
১৩. ইফতি হোসেন
১৪. মোঃ সংগ্রাম হোসেন সাইফ
১৫. সাব্বির হোসেন
১৬. মোঃ আরিফিন সিদ্দিক

৫ম দক্ষিন এশিয়া মহিলা হ্যান্ডবল
চ্যাম্পিয়ানশিপ ২০১৮, লাক্ষ্ণৌ, ভারত

৩য়

১. মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম (দলনেতা)
২. আয়শা জামান খুকী (ম্যানেজার)
৩. এস. এম. খালেকুজ্জামান (টেকনিক্যাল অফিসিয়াল)
৪. মোঃ কামরুল ইসলাম (প্রশিক্ষক)
৫. ডালিয়া আক্তার (খেলোয়াড়)
৬. আলপনা আক্তার
৭. মোসাঃ রুবিনা বেগম
৮. জলি খাতুন
৯. শিলা রায় (অধিনায়ক)
১০. সুমি বেগম
১১. শিরিনা আক্তার
১২. শিউলী পারভিন
১৩. কোহিনুর আক্তার
১৪. শুশিলা মিংজ
১৫. হাবিবা আক্তার রুপা
১৬. শাহিদা বানু
১৭. খাদিজা খাতুন
১৮. মোসাঃ মিষ্টি খাতুন
১৯. মোসাঃ শিল্পি আক্তার
২০. পূর্নিমা রানী

ফটো গ্যালারি

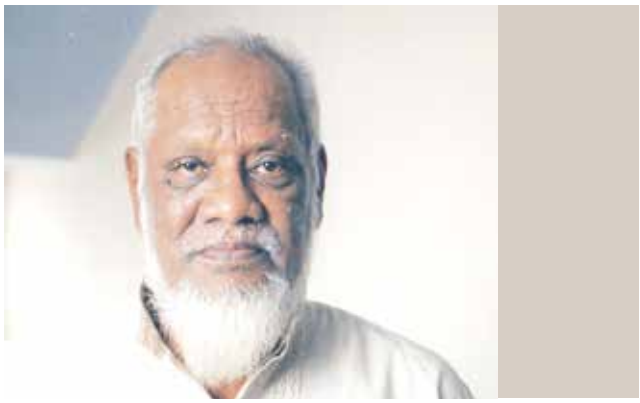

ফটো গ্যালারি

6th
ASIAN WOMEN JUNIORS HANDBALL CHAMPIONSHIP, DHAKA-2000
PRESS BRIEF
Date: 25 - 31 July, 2000

ফটো গ্যালারি

কাউন্সিল সভা-২০০০,ঢাকা
২৪ নভেম্বর ২০০০
বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

D DAY OF HANDBALL. 2

ফটো গ্যালারি

সাধারণ সভা ২০১৯

সাধারণ সভা ২০১৯

সাধারণ সভা ২০১৯

শোক প্রস্তাব
সাধারণ সভা ২০১৯

সাধারণ সভা ২০১৯

সাধারন সভা
২০১৯
বাংলাদেশ
হ্যান্ডবল ফেডারেশন
সাধারণ সভা ২০১৯

সাধারণ সভা ২০১৯

সাধারন সভা
২০১৯
বাংলাদেশ
হ্যান্ডবল ফেডারেশন
BANGLADESH

হ্যান্ডবলের পুরোনো দিনের স্মৃতি

আসাদুজ্জামান কোহিনুর

১৯৮৩ সন থেকে তদানিন্তন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সম্মানিত সহ-সভাপতি লে.কর্নেল এম.এ হামিদ (অব) এর নেতৃত্বে ও তাহার ছত্রছায়ায় আমি জাতীয় ক্রীড়া সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হই এবং হ্যান্ডবল ফেডারেশনের গঠন ও যাত্রা শুরু করার কাজে নিয়োজিত হই। তদানিন্তন সামরিক গোষ্ঠির ২য় শক্তিধর ব্যক্তি নৌবাহিনী প্রধান ও উপ-প্রধান রিয়ার এ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের অনুপ্রেরণায় এবং লে. কর্নেল হামিদ সাহেবের সাংগঠনিক তৎপরতায় উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয়ে ৩০শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সভা রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খান সাহেবের সভাপতিত্বে। এই অনুষ্ঠানে আয়োজন এবং সকল সদস্য সংগ্রহ ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব বর্তায় আমার এবং তদানিন্তন NSC এবং সহকারী পরিচালক মরহুম সিদ্দিক রহমান মুন্সির উপর। সিদ্দিক মুন্সি সাহেবের সরকারী অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার উপরই বস্তুত সকল দায়িত্ব চলে আসে।

উক্ত তারিখের সভাটি সফল ভাবে সমাপ্ত ও বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ (টাকা-৬৪,০০০/-) করাতে হামিদ সাহেব আমাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান এবং আস্থা স্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে উক্ত সভায় প্রাথমিকভাবে কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটিতে এম.এ খান সাহেবকে সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি নিজে সভাপতি না হয়ে তার বন্ধু লে.কর্নেল হামিদ সাহেবকে সভাপতি থাকার অনুরোধ করেন এবং কমিটির সকলের অনুরোধে প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকতে সম্মতি দেন। তিনি নৌবাহিনীর তহবিল থেকে ১০,০০০/- টাকার অনুদান ঘোষণা করেন। সভায় অংশ নেয়া ভিক্টোরিয়া ক্লাবের সভাপতি গোলাম রসুল ময়না ১৫,০০০/- টাকা গ্রাফিকস্ লি: এর মালিম মালেক সাহেব ১০,০০০/- টাকা আকবর আলী সাহেব ১০,০০০/- টাকা আশ্রাফউদ্দিন সাহেব ৫,০০০/- টাকা বিডিয়ার ৫,০০০/- টাকা কোল কন্ট্রোনার মে: আলতাফুর রহমান ৫,০০০/- টাকা এবং জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী টেবিল চেয়ার উপহার দেয়ার ঘোষণা দেন।

এই সংগঠনের ৩য় সাধারণ সভা হতে যাচ্ছে । হ্যান্ডবল ফেডারেশন এখন অন্যতম একটি ব্যস্ত ক্রীড়া সংগঠন। হাটি হাটি পায়ে চলতে অনেকদিন পার হলো হ্যান্ডবলে আমার ও তার সাথে তাল মিলাতে আমিও যুবক থেকে বৃদ্ধ বয়সে পা দিলাম। এক ঝাক তরুণ খেলার বয়স পার করে আমার সাথে যোগ দেয় হ্যান্ডবল সংগঠনের কাজে। বয়সের ব্যাবধান হলেও ঐ তরুণদের নিয়ে পাওয়া না পাওয়া ও সুখদুঃখ আমরা যারা এই সংস্থার সাথে নিরন্তর জড়িয়ে আছি তার সকলেই চেষ্টা করেছি ভাল কিছু করার জন্য। আমাদের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লে.কর্নেল এম এ হামিদ অনেক দিন হয় পৃথিবী ছেড়েছেন তার বিদায় ক্ষনটি ছিল আমাদের জন্য একটি ভূমিকম্পনের মতো।

লে: কর্নেল হামিদ সাহেবের প্রয়াত হওয়ার কিছু পরে বর্তমান সভাপতি নুরুল ফজল বুলবুল ফেডারেশনের হাল ধরেন। বুলবুল সাহেব অল্প সময়ের মধ্যে তার তারুণ্য ও সদা হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণ চঞ্চলের মাধ্যমে সকলের মন জয় করে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।

মাহাতাব ভাই

বাংলাদেশ হ্যান্ডবলের অন্যতম প্রাণপুরুষ কাজী মাহতাবউদ্দিন আহম্মেদ ছিলেন ফেডারেশনের অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। সকল কাজে, সকলের অনুপ্রেরণা, প্রণোদনা, আর্থিক সমস্যা সমাধান, সকলের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দিপনাসহ সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণার উৎস। এখানে একটি মজার বিষয় ছিল প্রথম দিকে ফেডারেশন গঠন লগ্নে মাহতাব ভাইকে অনেক অনুরোধ করেও খেলার অনুষ্ঠানে আনা সম্ভব হতো না। বংশালে তার ব্যাবসায়িক কার্যালয়ে গিয়ে ৩/৪ ঘন্টা অপেক্ষা করে যখন দেখা পেতাম তাকে হ্যান্ডবলের সাথে যুক্ত হতে অনুরোধে প্রতিবারেই তিনি ব্যবসায় ব্যাস্ত থাকার কারণে ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন আলোচনায় আগ্রহি নন বলে আমাদের বিমুখ করেছেন। অবাক ব্যাপার একটি পর্যায়ে এসে মাহতাব ভাই ফেডারেশনকে এতই ভালবাসতেন যে মনে হতো হ্যান্ডবল তার জীবনের অন্যতম একটি সম্পদ এবং এই ফেডারেশনই তার একমাত্র শান্তি নিকেতন। মাহতাব ভাইকে নিয়ে অনেক মজার ও সুখের মধ্যে আমাদের সময় কেটেছে। হ্যান্ডবলের যে কোন আপদকালীন সময় তিনিই ছিলেন একমাত্র কাণ্ডারী।

পশ্চিমবঙ্গ হ্যান্ডবল দলের আমন্ত্রণমূলক খেলায় অংশ নেয় ১৯৮৪ সালে- সদ্য স্বীকৃতি পাওয়া হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাংগঠনিক অপরিপক্কতা সত্ত্বেও ইতিমধ্যে একটি বিদেশি দলকে আপ্যায়ন ও খেলার ব্যবস্থা করা ঢাকা হয়ে যশোরের আয়োজন, তরুণ সংগঠক ও খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ সব কিছুই আজকে ভাবতে নস্টালজিয়ার মত মনে হয়।

দৈনিক বাংলার দেয়াল ঘেষা পত্রিকার দোকানে খেলার খবর পড়তে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার সাথে পরিচয় হয় সুইডেনের নাগরিক, যিনি ঢাকায় একটি সংস্থায় চাকুরিরত, ব্যক্তি জীবনে একজন প্রাক্তন হ্যান্ডবল খেলোয়াড়- নাম কে. এন. হেল্লেরাফ। পরিচয় হওয়ার সাথেসাথে আমি তাকে নিয়ে আসি আমাদের সভাপতি কর্নেল হামিদ সাহেবের NSC অফিস কার্যালয়ে অতি অল্প আলাপ ও স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমাদের সকলের বন্ধু বনে যান এবং ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবের অনারারি প্রশিক্ষকের দায়িত্ব নেন এবং এক পর্যায়ে হেল্লেরাফ সাহেবের আগ্রহে ও ব্যবস্থাপনায় সুইডেনের নামকরা হ্যান্ডবল ক্লাব ভ্যানড্রপ সলনা ক্লাব বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেন। বৃষ্টি ভেজা ঘাসের মাঠের জাতীয় স্টেডিয়ামে অনেক মজার মজার স্মৃতি কথা আজ মনপটে স্মরণে আসে। বিশেষ করে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও সুইডেনের মেয়েরা পিছলে পড়া ও ধানের ভুষি দিয়ে কাদা মাটিকে খেলার উপযোগী করে তোলা।

১৯৯৫ সালে কমনওয়েলথ হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট আয়োজন, ২০১৪ সালে আয়োজিত আইএইচএফ ট্রফি হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট-এ, পাকিস্তানের মাটিতে বাংলাদেশের মেয়ে খেলোয়াড়রা বিজয়ের মাসে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। সাউথ এশিয়ান গেমস এ দুইবার অংশগ্রহণ ও পদক পাওয়া প্রথমবারের মতো এশিয়ান যুব মহিলা প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং প্রথমবার এশিয়ান পুরুষ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় (কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত) অংশগ্রহণ করে ভাল ফলাফল বিশেষ করে নিউজিল্যান্ড জাতীয় দলকে পরাজিত করা এবং এশিয়ান Role of Honour-এ ১৩তম স্থান অর্জন ইত্যাদির জন্য সাধুবাদ পেতে পারি।

এছাড়া দেশের অভ্যন্তরের সকল জেলা উপজেলা ও সকল বয়স্ক মানুষের মধ্যে খেলাটি বিস্তার লাভ করে জাতীয় ক্রীড়া, জাতীয় সংস্থা ও সামাজিক খাতকে সহায়তা করে আসছে।

অনেক দিনের অনেকের সহচর্য ও সহায়তা হ্যান্ডবলকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষ ক্ষেত্রে অনেকের অবদান আছে এত অল্প পরিসরে দীর্ঘদিনের সমুদয় ঘটনা আনা সম্ভব হলো না। যাদের নাম এখানে সম্পৃক্ত করতে পারিনি তাদের সকলের কাছে রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং অপারগতার জন্য চাচ্ছি নিঃস্বার্থ ও দ্বিধামুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা।

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের

অগ্রযাত্রা
ও
সাফল্য কামনা করি

মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক
ঢাকা মহানগর আওয়ামী-যুবলীগ দক্ষিণ
কার্যনিবাহী সদস্য
বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

স্মৃতি আয়নায় ফিরে দেখা

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম

পাকিস্তান প্রথমবারের মতো আয়োজন করে দক্ষিণ এশিয়া যুব (অনু-১৭) হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০০৭ ইসলামাবাদ আমরা এই প্রতিযোগীতায় অংশ নেই। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ছেলেদের বাছাই করে আমরা এক মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করি। যেহেতু ঐ সময় বাংলাদেশে যুব হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতো না। তাই যুব খেলোয়াড় সম্পর্কে আমাদের তেমন ধারণা ছিল না। তাই আমরা জেলা ক্রীড়া সংস্থার শরনাপন্ন হই। ঐ সময় যে সকল জেলায় নিয়মিত হ্যান্ডবল খেলার চর্চা হতো সেই সকল জেলায় আমরা যোগাযোগ করি এবং তাদের জেলার সেরা যুব খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করি। আমাদের অনুরোধে বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তারা তাদের মনোনীত খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রেরণ করে। প্রায় ৬০ জন খেলোয়াড় নিয়ে আমাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প শুরু হয়। তিন দিন খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ অবলোকন করার পর আমরা সেখান থেকে ২৪ জন খেলোয়াড় বাছাই করি পরবর্তী প্রশিক্ষনের জন্য। ২৪ জন খেলোয়াড় নিয়ে এক সপ্তাহ প্রশিক্ষণের পর সেখান থেকে ২০ জন খেলোয়াড় বাছাই করি তৃতীয় ধাপের প্রশিক্ষণের জন্য। তৃ তীয় ধাপের প্রশিক্ষণ শেষে আমরা চূড়ান্তভাবে ১৪ জন খেলোয়াড় বাছাই করে বাংলাদেশ যুব (অনু-১৭) হ্যান্ডবল দল গঠন করি। যেহেতু বিমানে পাকিস্তানে যাওয়া আসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল তাই আমরা পথে ভারত হয়ে পাকিস্তান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। ভিসার জন্যে পাকিস্তান হাইকমিশনে আমাদের পাসপোর্ট জমা দেয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশীদের বাইরোডে পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য পাকিস্তান হাই কমিশনে ভিসা দেওয়ার কোন ব্যাবস্থা ছিল না। তাই তারা আমাদের বাইরোডে ভিসা দিতে অপারগতা জানায়। কিন্তু বাইরোড ছাড়া আমাদের পক্ষে পাকিস্তান যাওয়া সম্ভব নয় জানালে তারাও কিছুটা চিন্তায় পড়ে যায়। পাকিস্তানের হাইকমিশনের কর্মকর্তারাও হয়তো কোন কারণে চাচ্ছিল, আমাদের দলটা পাকিস্তানে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ নিক, তাই তারা বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তা করছিল। হাইকমিশনের কর্মকর্তারা অনেক চিন্তাভাবনা করে আমাদের বললো আমাাদের তো বাইরোডে ভিসা দেয়ার সিল নেই আপনারা আমাদের জন্য এই সিলটা বানিয়ে নিয়ে আসেন বলে আমাদের হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিল। আমরা পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য অতি উৎসাহি ছিলাম তাই কাগজটি নিয়ে দ্রুত গতিতে গুলশান এক নম্বরে এসে তাদের কথা মোতাবেক একটি সিল বানিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর জানি না কি কারণে তারা সেই সিল ব্যবহার করেনি। আমাদেরকে তারা তাদের ব্যবহারিত পুরনো সিল মেরে তাতে হাতে লিখে বাই রোডে ওয়াগা বর্ডার দিয়ে পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেন। পাকিস্তানের ভিসা পাওয়ার পর আমরা ভারতীয় হাইকমিশনে ট্রানজিট ভিসার জন্য আমাদের পাসপোর্ট জমা দেই। তিন দিন পর ভারতীয় ভিসা সহ আমাদের পাসপোর্ট আমাদের হাতে আসে। আমরা আমাদের দল নিয়ে বাই বাসে কলকতা যাই। সেখানে একদির অবস্থান করে পরদিন রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি যাই। দিল্লি ষ্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অন্য একটি ট্রেনে করে অমৃতসর যাই। অমৃতসর শহর থেকে কয়েকটি বেবী টেক্সি ভাড়া করে ঐতিহাসিক ওয়াগাঁ বর্ডারে পৌঁছি। সেখানে ইমিগ্রেশন এর কাজ শেষ করে পায়ে হেটে ওয়াগা বর্ডার পার হয়ে পাকিস্তানের লাহোরে প্রবেশ করি। সেখানে আগে থেকেই পাকিস্তান হ্যান্ডবল ফেডারেশন এর কর্মকর্তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আগে থেকেই আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন সেখানে খাওয়া দাওয়া করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ইসলামাবাদ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসে চড়ি। টুরিস্ট বাস ঝকঝকে নতুন চমৎকার ও লাক্সারিয়াস। বিশাল হাইওয়ে।

এই একই পথেই লাহোর থেকে ইসলামাবাদে প্রায় সাড়ে চারশ কিলোমিটার। এক সময় আমরা বিশাল উঁচু এক পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে একটি কফি শপের সামনে বাসটি থামলো। আমরা সেই কফি শপে কিছুক্ষণ বসলাম ও কফি পান করলাম। হঠাৎ ঝড় শুরু হওয়ায় আমাদের আরও কিছুক্ষণ কফি শপে বসতে হলো। ঝড়ের গতি কিছুটা কমার পর আবারও আমাদের নিয়ে বাসটি যাত্রা

শুরু করল। প্রায় পাঁচ সাড়ে পাঁচ ঘন্টা চলার পর আমরা ইসলামাবাদ পৌছি। সেখানে কায়েদে আজম ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর হোস্টেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। হোস্টেলটি মোটামুটি। পুরো হোস্টেলে প্রায় ১০০টির মতো রুম আছে। ক্রীড়া কমপ্লেক্সটিতে ফুটবল, হ্যান্ডবল ছাড়াও আরও অনেক ধরনের খেলার ব্যাবস্থা ছিল। আমরা সবাই যার যার রুমে চলে যাই। তারপর ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে নিচে টেকনিক্যাল কমিটির মিটিং এ অংশ নেই। মিটিং এ পাকিস্তানি কর্মকর্তারা আমাদের দুজন খেলোয়াড় এর বয়সের ব্যাপারে আপত্তি জানায়। আমরা বলি পাসপোর্টে বয়স দেয়া আছে এখানে আপত্তির কি আছে? কিন্তু তারা কোনভাবেই পাসপোর্টের বয়স মানতে রাজি নয়। এরপর আমরাও পাকিস্তানি ২ জন খেলোয়াড়ের ব্যাপারে আপত্তি জানাই। তারপর সমঝোতার মাধ্যমে সবাই খেলার অনুমতি পায়। আমরা প্রথম লীগে সবকটি খেলায় জয় লাভ করি। তারপর সেমিফাইনালে আমরা আফগানিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করি। আফগনিস্তানের খেলোয়াড়েরা আমাদের সাথে না পাড়লেও শারীরিক শক্তিতে আমাদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। তারা আমাদের সাথে খেলায় না পেরে রাফ হ্যান্ডবল খেলে আমাদের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে আহত করে। এতে আমাদের দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও অপরিহার্য খেলোয়াড় শাহীন মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং সে মারাত্মক ইনজুরির কারণে ফাইনালে খেলার সুযোগ পায়নি।

ফাইনালে আমাদের দল চমৎকারভাবে খেলা শুরু করে। আমাদের ছেলেরা গাম ব্যবহার করেছিল, যে কারণে পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারছিল না। এই সুযোগে আমরা বিরতি পর্যন্ত ৯-৩ গোলে এগিয়ে থাকি।

বিরতির পর বেশ কিছু ছেলে মাঠের চারদিকে জটলা হয়ে অবস্থান নেয়। বল যখনই মাঠের বাইরে যাচ্ছিল ঐ ছেলেরা বলে বালি মেখে গাম নষ্ট করে দিচ্ছিল। এতে করে আমাদের ছেলেদের খেলতে অসুবিধা হচ্ছিল। এরপর আমরা খেলা বন্ধ রেখে এ ব্যাপারে আপত্তি জানাই, কিন্তু আমাদের আপত্তি ওরা আমলে নেয়নি। উপরন্তু উশৃংখল আচরণে আমাদের খেলোয়াড়রা ভয়ও পায় এবং স্নায়ু চাপে নার্ভাস হয়ে পড়ে। আমাদের ছেলেরা স্বাভাবিক খেলায় আর ফিরতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আমারা ২১-২০ গোলে হেরে রানার-আপ হয়ে আমাদের খেলা শেষ করি। নিরাপত্তার কারণে আমরা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের বাইরে যাওয়ার তেমন সুযোগ পাইনি। তারপরও স্থানীয় সংগঠকদের সাথে করে আশেপাশের মার্কেটে গিয়ে হালকা কিছু কেনাকাটা করেছি।

প্রতিযোগিতা শেষে আবারও সেই লাক্সারিয়াস বাসে করে লাহোরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ইসলামাবাদ থেকে লাহোরে যাওয়ার পথে বাসের জানালা দিয়ে ইসলামাবাদ যতটুকু দেখেছি এক কথায় চমৎকার। বিশাল বিশাল রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অনেকটা ইউরোপের উন্নত শহরগুলোর আদলে সাজানো। আমার কল্পনার চাইতেও সুন্দর ইসলামাবাদ শহর। পাঁচ সাড়ে পাঁচ ঘন্টা ভ্রমণ শেষে লাহোর এসে পৌছলাম। পাকিস্তান হ্যান্ডবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের কাছে লাহোর ঘুড়ে দেখার আশা ব্যক্ত করেছিলাম। তারা আমাদের আশাকে মর্যাদা দিয়ে লাহোরে একটি হোটেল ২দিনের জন্য বুকিং দিয়ে রেখেছিলেন। আমরা সবাই সেই হোটেলে উঠলাম। হোটেলটি থ্রি-স্টার সমমানের সব কিছুই সাজানো গুছানো। খাওয়ার মানও খুব ভালো। লাহোর শহর দেখার জন্য আমাদের একটি বড় গাড়িও দেয়া হয়েছিল। ২দিনে আমরা লাহোর শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো ঘুড়ে দেখলাম। লাহোর শহরটি রাত তিনটা পর্যন্ত আলো ঝলমলে ও লোকে লোকারণ্য থাকতো। রাত মনেই হতো না, মনে হতো আমরা দিনের বেলায় শহর ঘুরছি। প্রচুর বাইক ব্যবহার হয় লাহোরে। কেউ কেউ তো গোটা পরিবার নিয়ে বাইকে চলাচল করে। আমি সর্বাধিক ছয়জন নিয়েও কাউকে কাউকে বাইক চালাতে দেখেছি যা রীতিমত আমাকে অবাক করেছে। দু দিন বেশ ভালই কাটালাম লাহোরে। স্থানীয় সংগঠকদের আচার আচরণ ব্যবহারে আমরা সত্যি মুগ্ধ। তাদের এতো চমৎকার ব্যবহারে মাঝে মাঝে আমি ভাবুক হয়ে যেতাম। ভাবতাম এরা এতো ভাল মানুষ অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা কত কঠোর ও নির্মম ছিল। কোনভাবেই মেলাতে পারি না সেই চরিত্রকে এই চরিত্রের সাথে।

অবশেষে ফিরে যাওয়ার পালা। বর্ডারে পাকিস্তানের ইমিগ্রেশনের সব কাজ সমাধা করে ওয়াগা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলাম । ভারতীয় ইমিগ্রেশন করতে গিয়ে পড়লাম নতুন এক ঝামেলায়। ভারতীয় ইমিগ্রেশন অফিসার জানায় আমাদের প্রাপ্ত ভিসা অনুযায়ী আমরা

ভারতে প্রবেশ করতে পারি না। আমাদের আবার পাকিস্তানে ফেরত যেতে হবে এবং পাকিস্তান থেকে বাই এয়ার বাংলাদেশে যেতে হবে। দলের সবাই প্রায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল আমি সবাইকে সান্তনা দিয়ে বললাম চুপচাপ বিশ্রাম করো, একটু পরে আমাদের ভারতে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে দিবে। কারণ আমাদের এতোগুলো লোককে ওরা কি করবে, কোথায় রাখবে, ঘন্টা দুয়েক পর একজন অফিসার আমাদের পাসপোর্টগুলো ফেরত দিয়ে বললো ইমিগ্রেশন হয়ে গেছে তোমরা এবার ভারত প্রবেশ করতে পারো। এতক্ষণে সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচলো। আনন্দে লাফিয়ে উঠে সবাই যার যার ব্যাগ গুছিয়ে ইমিগ্রেশন থেকে বের হয়ে বাইরে বেরুতে লাগলাম। এ সময় ইমিগ্রেশন এর একজন আমাদের বললেন ইমিগ্রেশন এর প্রধান কর্তা আপনাদের সাথে দেখা করতে চান। আমরা সবাই ইমিগ্রেশন এর প্রধান কর্তার রুমে গেলাম এবং তার সাথে কুর্নিশ বিনিময় করলাম। উনি প্রথমেই জানতে চাইলেন প্রতিযোগিতায় আমরা কি ফলাফল করেছি। আমরা বললাম আমরা রানারআপ হয়েছি। উনি আমাদের সবাইকে অভিনন্দন জানালেন এবং ইমিগ্রেশনে এই অনাকাংক্ষিত বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন আরও জানতে চাইলেন আমাদের পরবর্তী করণীয় কি আমরা বললাম আমরা অমৃতসর যাবো সেখান থেকে ট্রেনে দিল্লি যাবো। তিনি জানতে চাইলেন তোমরা অমৃতসার কিভাবে যাবে? তোমাদের ট্রান্সপোর্ট কি ঠিক করা আছে? আমরা বললাম না, আমাদের ট্রান্সপোর্ট ঠিক করা নেই। সামনে থেকে বেবি ট্যাক্সি নিয়ে যাবো। উনি বললেন তাহলে তো তোমরা আজকের ট্রেন ধরতে পারবে না। দাঁড়াও আমি দেখি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি কিনা। এই বলে তিনি বাইরে গেলেন এবং মিনিট পাঁচেক পর এসে বললেন তোমাদের জন্য একটি মিনি বাস ঠিক করেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়িতে চড়ে রওয়ানা দাও। ভাগ্য ভাল থাকলে হয়তো আজকের ট্রেনটা ধরতে পার। আমরা ওনাকে কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জানিয়ে সবাই গাড়িতে উঠে পড়লাম । উনি মিনি বাসের ড্রাইভারকে বললেন যত দ্রুত পার ওদের স্টেশনে পৌঁছে দাও। ড্রাইভারও খুব দ্রুত গতিতে বাস চালিয়ে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। আমি সবাইকে বললাম তোমরা তাড়াতাড়ি স্টেশনে যাও এবং কোন প্লাটফর্মে থেকে দিল্লির ট্রেন ছাড়বে জেনে সেই প্লাটফর্মে যেয়ে দাঁড়াও। আমি দৌড়ে টিকেট কাউন্টারে গেলাম এবং সবার জন্য টিকেট কেটে নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে গেলাম। ট্রেন ছাড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল , আমরা সবাই দ্রুত গতিতে ট্রেনে উঠে পড়লাম। কিছু সিট রিজার্ভ পেয়েছিলাম আর কিছু সিট রিজার্ভ পাইনি তারপরও সবাই আনন্দ উল্লাস করতে করতে দিল্লি এসে পৌঁছলাম ।

দিল্লি স্টেশনে নেমেই প্রথমে আমরা কলকতা যাওয়ার টিকেট কনফার্ম করলাম। পরদিন বিকাল পাঁচটায় আমাদের ট্রেন। একদিন দিল্লিতে থাকতে হবে। পায়ে হেঁটে স্টেশনের কাছাকাছি একটি হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলাম। হোটেল কর্তৃপক্ষ আমাদের একদিনের থাকার জন্য ভাড়া নির্ধারণ করলেন পাঁচ হাজার টাকা। হোটেল কর্তৃপক্ষ কে অনুরোধ করলাম আমাদের ট্রেন বিকাল পাঁচটায় কিন্তু হোটেলে ছাড়তে হবে দুপুর ১২টায় আমাদের যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা ২টায় সময় হোটেল থেকে বেরুবো। হোটেল কর্তৃপক্ষ হাসিমুখে সায় দিলেন।

কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়রা বিকেলে ও পরদিন সকালে হালকা কিছু মার্কেটিং করে নিল। পরদিন হোটেল ছাড়ার সময় হোটেল এর ম্যানেজার ভাড়া বাবাদ ১০,০০০(দশ হাজার) টাকার বিল ধরিয়ে দিলেন। আমরা বললাম দশ হাজার টাকা কেন? পাঁচ হাজার টাকা কথা হয়েছে। ম্যানেজার বললো না মালিকের নির্দেশ আজকের দিনেরও ভাড়া দিতে হবে। আমি প্রচণ্ড রেগে গেলাম, অনেক বাকবিতণ্ডা হলো। পুলিশের ভয়ও দেখালাম কোন কাজ হলো না। আমাদের ট্রেনেরও সময় হয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে অতিরিক্ত ২০০০ (দুই হাজার) রুপি প্রদান করে আমরা লাগেজ নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা স্টেশনে চলে গেলাম। ট্রেন আগে থেকেই নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে দাড়িয়ে ছিল। আমরা যার যার সিট অনুযায়ী বিভিন্ন বগিতে উঠে পড়লাম্ পরদিন সকাল ১১টার দিকে কলকাতা এসে পৌঁছলাম। কলকাতার একদিনের জন্য একটি হোটেলে বুক করলাম। পরদিন আশেপাশে ঘুরাঘুরি করে আর মার্কেটিং করে রাতে সবাই খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়লাম। তার পরদিন ভোর ৪টায় আগে থেকে রেডি করা ট্যাক্সি এসে হোটেলের সামনে হাজির হলো আমরা সবাই যার যার লাগেজ নিয়ে ৫/৬ টি ট্যাক্সিতে করে বর্ডারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সকাল আটটায় বর্ডার এ পৌঁছলাম। ভারতীয় ও বাংলাদেশের কাষ্টমস ও ইমিগ্রেশন এর সব কাজ সমাধা করে আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করলাম। বর্ডার থেকে একটি বাসে করে অবশেষে আমরা ঢাকা পৌঁছলাম। ঢাকার হ্যান্ডবল মাঠের সামনে নামার পর দেখি মাহাতাব ভাই, কোহিনুর ভাইসহ বেশ কয়েকজন দাড়িয়ে আছেন আমাদের অভিনন্দন জানানোর জন্য। পাশাপাশি আমাদের সবাইকে মিষ্টিমুখও করানো হলো।

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সহ-সভাপতি কাজি মাহতাব উদ্দিন আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুরকে রানারআপ ট্রফিটি বুঝিয়ে দেয়া হলো। ট্রফিটি নিয়ে কিছুক্ষণ ফটোসেশন হলো । ফটোসেশন শেষে আমরা সবাই যার যার বাসায় চলে যাই।

আমাদের সহকর্মীবৃন্দ

মো: জাহাঙ্গীর হোসেন হাওলাদার
অফিস সেক্রেটারী

মো: হানিফ
হিসাবরক্ষক

মো: মতিউর রহমান
সহকারী হিসাবরক্ষক

মো: মফিজুল ইসলাম সুমন
কম্পিউটার অপারেটর

মো: আমান উল্লাহ
গ্রাউন্ড সুপারভাইজার

মো: মাঈন উদ্দিন
অফিস সহায়ক

মো: আসাদুল ইসলাম
সহকারী অফিস সহায়ক

মো: জামাল উদ্দিন
গ্রাউন্ড ম্যান

আবদুর রহমান
সিকিউরিটি গার্ড

জহিরুল ইসলাম
বাগান পর্যবেক্ষক

মো: আরিফ হোসেন
সিকিউরিটি গার্ড

তামান্না বেগম
পরিচ্ছন্ন কর্মী

DIGITAL BANGLADESH

Central Depository Bangladesh Limited

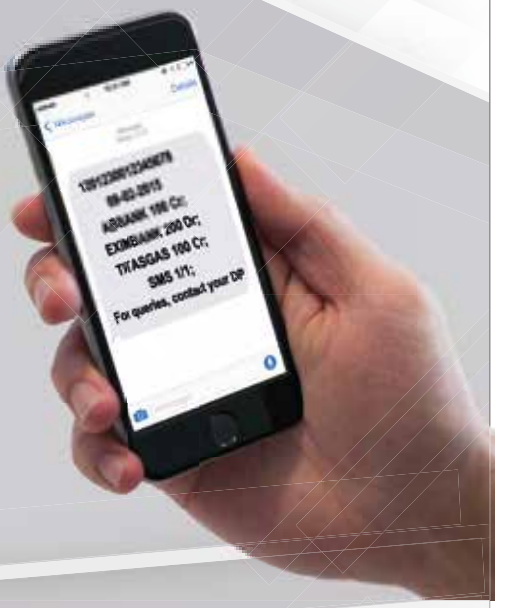

FREE SMS Alert Service

is available to BO Accountholders of their daily Debit-Credits in their BO Accounts.
To avail this service update your BO Account mobile number at your respective DP

Internet Balance Enquiry

Do you know share balance, portfolio valuation and last one month's transaction details of your BO account is available on the internet 24 hours a day from anywhere in the world through CDBL website?

Register now by downloading the application forms from the CDBL website

www.cdbl.com.bd

Central Depository Bangladesh Limited
BDBL Bhaban (18th Floor), 12 Kawran Bazar, Dhaka-1215
Telephone: 55011924, 55011925, 55011926, 55011930
Fax: 880-2-55011933, E-mail: info@cdbl.com.bd

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সকল কাউন্সিলরকে

শুভেচ্ছা
ও
অভিনন্দন

মাহাবুব-উজ-জামান

ন্যাশনাল কাউন্সিল সদস্য, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির

ও

চেয়ারম্যান, পেশেন্ট ওয়েলফেয়ার কমিটি

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের
বার্ষিক সাধারণ সভার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি

আ. ন. ম. ওয়াহিদ দুলাল

সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

স্বাত্তাধিকারী : এ্যাডপ্রেস - প্রি-প্রেস, প্রেস ও ডিজিটাল সাইন মেকার

ব্যবস্থাপনা অংশীদার, ডি. এস. কর্পোরেশন - নন ওভেন শপিং বেগ মেকার

৩৭, রাজাপুকুর লেইন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং ০১৭১৩১০৫৮৫৪

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের

অগ্রযাত্রা
ও
সাফল্য কামনা করি

এডভোকেট আব্দুর রকিব (মন্টু)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ এথলেটিক্স ফেডারেশন

সাধারণ সভা ২০১৯
বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন
সফল হোক

এ. কে. এম. মমিনুল হক সাঈদ

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন

সভাপতি
আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ

আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ

সভাপতি
দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব

আজীবন সদস্য
ঢাকা মেরিনার ইয়াংস ক্লাব

আইসক্রীম আর
রিপলের টুইন স্বাদে
নতুন
টুইনি
কাপ আইসক্রীম
ভ্যানিলা আইসক্রীমের সাথে স্ট্রবেরি রিপলের টুইনি
চকোলেট আইসক্রীমের সাথে ক্যারামেল রিপলের টুইনি
পোলার
আইসক্রীম
মন ভালো থাকে
বিডিএস ১০৮৩
সিএম লাইসেন্স নং: ১৬৩২
HALAL
ISLAMIC FOUNDATION
ISO 22000:2005
Certified Company
polarbd.com | polarbd | instagram.com/polarbd | E-mail: info@polarbd.com

Electro Mart Limited

Trade International Industries Ltd.

S.A Electronics, 92 & 93 B.B.N Stadium Market
Dhaka-1000. Phone: 02-9564642, 02-9564415
Mobile: 01755696159, E-mail: emlsaelectronics@gmail.com

KONKA
GREE
Air Conditioner & Fridge
HAIKO
DAIKIN
Air Conditioner
Symphony
Evaporative Air Cooler
Honeywell
Evaporative Air Cooler

SPEEDY INT'L LIMITED

OTHER AIRLINES IN OUR AVIATION WINGS

- Malaysia Airlines (CARGO)
- Silkway West Airlines (CARGO)
- British Airways World (CARGO)
- Azerbaijan Airlines (offline)
- Rotana Jet (offline)

Asiatic JWT/Igloo/2018

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল রেফারীজ এসোসিয়েশন

আলহাজ্ব মো: আলী আজগর খান
আন্তর্জাতিক রেফারী
প্রাক্তন সভাপতি

বাংলাদেশে হ্যান্ডবল খেলা ১৯৮২ সালে প্রচলিত হওয়ার সাথে হ্যান্ডবল রেফারীজ এসোসিয়েশনের গঠন একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা। হ্যান্ডবল খেলার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের জিমনেসিয়ামে শেষ হওয়ার পরপরই প্রশিক্ষণের মান যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন হয় খেলার আয়োজন করা, খেলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় রেফারীর। খেলাটি যেহেতু নতুন তাই তার আইন কানুন সকলেরই অজানা ছিল। এদিকে আইন কানুন সম্পর্কিত কোন বই বা তথ্য সংগ্রহের কোন সূত্র ছিল না। তখন এদেশে ইন্টারনেটের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রচলন ছিল না। সমস্যা নিরক্ষণকল্পে শ্রদ্ধেয় প্রয়াত সভাপতি লে: ক: (অব:) আবদুল হামিদ স্যারকে বিস্তারিতভাবে জানালাম আমি ও সহকর্মী মাহতাবুর রহমান বুলবুল স্যার অনেক চিন্তা করে আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশনকে একটি আইন-কানুনের বই প্রেরণের জন্য পত্র লিখলাম। IHF পত্র পেয়েই তাদের আইন-কানুনের একটি চটি বই প্রেরণ করেন ৮২ সালের সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে। বইয়ে আইন-কানুন সম্পর্কে তথ্য দেয়া আছে কিন্তু আইনের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ না থাকায় এবং বইটি ইংরেজীতে ছিল বলে সকলের বোধগম্য হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তখন স্যার আমাকে উপদেশ দিলেন বইয়ের বাংলা তরজমা করার জন্য। নতুন একটি খেলার প্রচলন করার সুযোগ তার উপর আবার আন্তর্জাতিক বইয়ের তরজমা করার সুযোগ আমাকে অত্যন্ত অনুপ্রেরণা দিচ্ছিল। আমি মূলত তখন জাতীয় বাস্কেটবল কোচ হওয়া সত্ত্বেও হ্যান্ডবলে আমার উৎসাহ, উদ্দীপনা একটু অতিরিক্তই মাত্রার সৃষ্টি করছিল। তাছাড়া নতুন কিছু সৃষ্টিতে ছোট কাল থেকেই আমার অনুপ্রেরণা আমার কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন।

তাই তখনই আমি বইটির আদ্যপান্ত বারবার পড়তে থাকি এবং সব কিছু সহজ ও সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। তিন/চারদিন পর আমি বইটির হুবহু তর্জমার কাজ শুরু করি। লেখা শেষ হওয়ার পর অনেকটা মার্জিত ও বিশ্লেষণমূলক পরিবর্তন করে মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে একটি মার্জিত ও সকলের গ্রহণযোগ্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করি। ফ্রেংকলিন পাবলিকেশনে তখন অনুবাদক ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় ভাই অধক্ষ্য মোয়াজ্জেম হোসেন খান (প্রয়াত)। আমার মনে হলো বইটি ছাপানোর পূর্বে ওনাকে দেখিয়ে নিলে অত্যন্ত উন্নত মানের হতে পারে। উনি দয়া করে অনেক কাজের মাঝেও লাইন-টু-লাইন পড়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিশ্লেষণ করে আমাকে একটি গ্রহণযোগ্য পাণ্ডুলিপি দিলেন।

আমি হ্যান্ডবল এসোসিয়েশনের সভাপতি মহোদয়ের নিকট বইটি দিয়ে ছাপানোর জন্য অনুরোধ করি কিন্তু এসোসিয়েশনের আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় তিনি আমাকেই বইটি আমার নামে ছাপানোর জন্য উপদেশ দেন। আমি অর্থ সংগ্রহ করে প্রথমে তিন হাজার বই ছাপানোর ব্যবস্থা নেই। ঐ বইয়ের উপর ভিত্তি করে ট্রায়াল ও এরোর হিসাবে প্রথম একটি টুর্নামেন্ট পরিচালিত হয়। আইন-কানুন বুঝে রেফারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করার মত ব্যক্তির সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। তাই সাধারণ সম্পাদক (হ্যান্ডবল এসোসিয়েশন, জনাব আকবর আলীসহ (প্রয়াত) আমি , বুলবুল ও নজরুল ইসলাম (প্রয়াত) রেফারী প্রশিক্ষণের জন্য কোর্স করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সে মোতাবেক যারা একটু ভাল হ্যান্ডবল খেলতে পারে তাদের থেকে ১১জন নিয়ে প্রথম একটি হ্যান্ডবল রেফারীজ কোর্সের আয়োজন করি ১৯৮৩ সালের শেষ দিকে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আসাদুজ্জামান কোহিনুর (বর্তমান সম্পাদক) নজরুল ইসলাম, আ: জলিল (প্রয়াত) ইকবাল, কাওসার প্রমুখ। কোর্স পরিচালনায় ছিলাম আমি ও মাহতাবুর রহমান বুলবুল। কোর্স শেষে সনদপত্র বিতরণ করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি লে: কর্নেল আবদুল জলিল। এ থেকেই শুরু হয় হ্যান্ডবলের দুর্বার অগ্রযাত্রা। অতঃপর আমি ও নজরুল সাহেব রেফারী কোর্সের সাথে সাথে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করি। অতঃপর সভাপতি মহোদয় ক্রীড়া পরিদপ্তরের জেলা ক্রীড়া অফিসারেদের (৬৪ জন) নিয়ে পর্যায়ক্রমে রেফারী ও প্রশিক্ষক

প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করার ব্যবস্থা নেন। ফলে অল্প কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় প্রতিটি জেলায় হ্যান্ডবল খেলা শুরু করা হয়। প্রত্যেকের জন্য বইয়ের প্রয়োজন হয় তাই ২য় সংকলনে আরও ৩০০০ বই ছাপানো হয়। দ্রুত গতিতে খেলা প্রত্যেক জেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু হয়। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট টুর্নামেন্ট ঢাকাতে আয়োজন করা হয়। যেমন বর্ষাকালীন হ্যান্ডবল, স্কুল হ্যান্ডবল (ছেলে ও মেয়ে), ১ম বিভাগ হ্যান্ডবল লিগ ও পর্যায়ক্রমে জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা তবে কেহই রেফারী হওয়ার জন্য আগ্রহী ছিল না। অবশ্য নতুন খেলা বলে খেলোয়াড়, অফিসিয়াল, দর্শক কেহই আইন-কানুন সঠিকভাবে জানে না বলে রেফারীর সিদ্ধান্তের উপর প্রচুর সমালোচনা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তাই রেফারী হতে সবাই নিরুৎসাহিত ছিল। কিন্তু রেফারী ছাড়া খেলাও পরিচালনা করা যায় না। তাই এই সংকট নিরক্ষণ কল্পে যে সল্প সংখ্যক রেফারী ঝুঁকি নিয়ে খেলা পরিচালনা করছিলাম তারা একটি এসোসিয়েশন গড়ে তুলার জন্য একমত হই। সকলকে সংগঠিত করে এর নাম ঠিক করলাম বাংলাদেশ হ্যান্ডবল রেফারীজ এসোসিয়েশন (BHRA) এবং যথারীতি আমরা একটি কমিটি তৈরী করলাম। সভাপতি হলেন হ্যান্ডবল এসোসিয়েশনের ও ঢাকা মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক জনাব আকবর আলী, আমাকে সহ-সভাপতি নির্বাচন করা হলো। পুলিশের কুস্তিগির জনাব আ: জলিল সাধারণ সম্পাদক জনাব আসাদুজ্জামান কোহিনুর সহ-সা: সম্পাদক এবং সদস্য হিসেবে জনাব নজরুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন, কাওসার আলী, মোস্তাফিজুর রহমান ও অন্যান্যদের নিয়ে মোট ১১জনের কমিটি গঠিত হয়। এটি ছিল ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাস। শুরু হয় রেফারীদের সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, আলোচনার মাধ্যমে ভুল ত্রুটি সংশোধনসহ একটি শক্তিশালী সংগঠনের কাজ। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা রেফারীর দায়িত্ব পালনসহ হ্যান্ডবল প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্বও পালন করব। তাই সকলেই পর্যায়ক্রমে রেফারিং কোর্সের সাথে সাথে হ্যান্ডবল প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান করে সকলকে উন্নতমানের একজন হ্যান্ডবল রেফারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকি। এভাবেই একটি শক্তিশালী উন্নতমানের সংগঠন হিসাবে আবির্ভূত হয় বাংলাদেশ হ্যান্ডবল রেফারীজ এসোসিয়েশন।

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর নতুন কমিটি গঠন করা হয়, আমাকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৮৪ সালের প্রথম দিকে জলিল সাহেব সম্পাদক থাকেন, তখন অনেক নতুন নতুন রেফারী তৈরী হওয়ার কারণে সংগঠনের দৃঢ়তা আরো বৃদ্ধি পায় এবং অনেকেই কমিটিতে যুক্ত হয়। প্রত্যেক রেফারীকে রেজিস্ট্রেশন করে কার্ড প্রদাণ করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত রেফারীর সংখ্যা শতের কোঠায় পৌছায়। এদিকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জাতীয় দল অংশগ্রহণ করতে থাকে দলের সাথে রেফারীও প্রেরণ করা হয়।

এসোসিয়েশনের কার্যক্রম অত্যন্ত সুষ্ঠু ও ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। ১৯৮৫/৮৬ সালে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদে আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে একটি রেফারীজ কোর্স একজন জার্মান আন্তর্জাতিক কোচের অধীনে পরিচালিত হয়। এতে বাংলাদেশের হয়ে কোর্সে অংশগ্রহণ করেন আমি, মোস্তাফিজুর রহমান, ইকবাল হোসেন, সামসুর রহমান মনোনীত হয়ে উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করি।

এই সুবাদে ইতালীতে অনুষ্ঠিত ১১৯টি দেশের অংশগ্রহণে একটি আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় রেফারী হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমন্ত্রন পাই আমি ও মোস্তাফিজ। আমরা নিজ খরচে উক্ত টুর্নামেন্টে পরিচালনায় অংশগ্রহণ করি এবং বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করতে সক্ষম হই। প্রমাণ স্বরূপ তাদের টুর্নামেন্ট সংক্রান্ত দৈনিক প্রত্রিকায় বাংলাদেশ ও আমাদের নাম নিয়ে প্রশংসাবাণী ছাপানো হয়।

১৯৯৫ সালে মিশরে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল চীফ কোচ ও চীফ রেফারীদের একটি মহাসম্মেলন। এতে বাংলাদেশ থেকে আমাকে উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করা হয়। আমি নিজ খরচে উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করি এবং সৌভাগ্যবশত এশিয়া মহাদেশের পক্ষে একমাত্র আমাকে সেমিনারে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হয় যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক বলে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি। এভাবেই প্রতিটি রেফারী তাদের নিজ নিজ মান উন্নয়নের সুযোগ পায়। রেফারী এসোসিয়েশনের সকলকে সুষ্ঠুভাবে আবদ্ধ রেখে স্ব স্ব যোগ্যতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ ও যোগ্যতা যাচাইয়ের সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। এ সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রেফারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ্য হয়। তাদের সংখ্যা অনেক বলে নাম উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

এখানে উল্লেখ্য যে, খেলা পরিচালনায় সাফল্যের সাথে সাথে সংগঠনের অনেক রেফারী সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। যার ফলে রেফারী সংগঠনটি আরো শক্তিশালী হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়, জাতীয় পর্যায়ের রেফারী এবং এ গ্রেড, বি গ্রেড, সি গ্রেড রেফারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের মান দিন দিন আরও উন্নত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমি ১৯৮৫ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে সমিতির সংগঠন, রেফারীর শৃংখলা ও খেলা পরিচালনার মান বৃদ্ধির জন্য যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। পরবর্তিতে রেফারী এসোসিয়েশনের সুযোগ-সুবিধা, প্রশিক্ষণের মান অনেক গুনবৃদ্ধি পেয়েছে ফলে এখন এসোসিয়েশনের একটি আন্তর্জাতিক মানের সংগঠনের দাবি করা অযৌক্তিক হবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আজীবন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

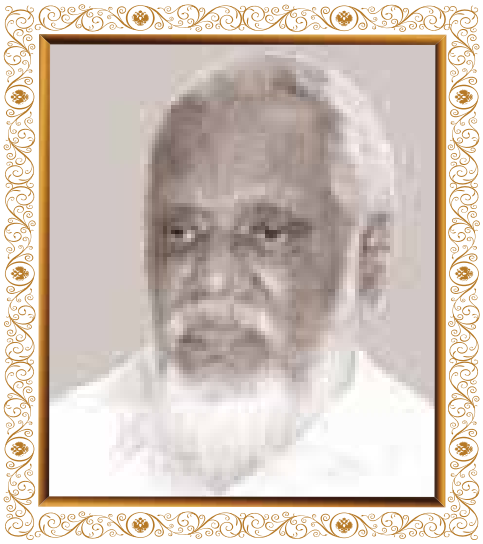

আজীবন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

আজীবন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

আজীবন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

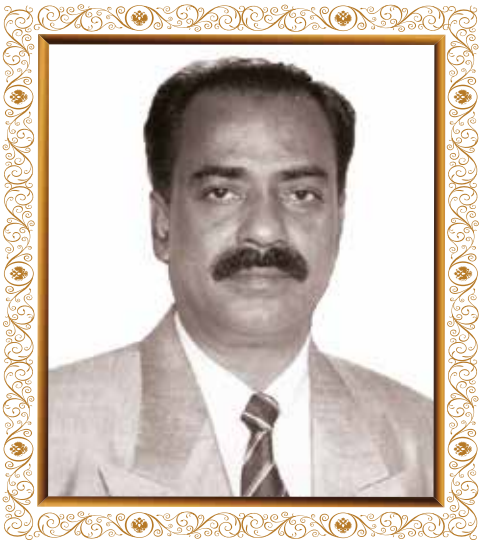

আজীবন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

আজীবন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

আজীবন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

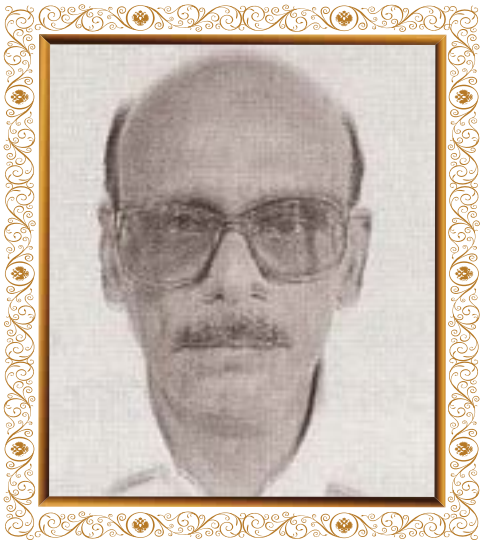

আজীবন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

আজীবন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

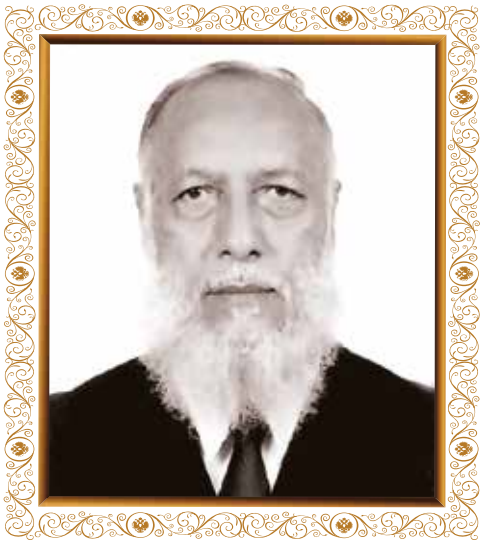

আজীবন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

আজীবন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

আজীবন সম্মাননা ২০১৯

আজীবন সম্মাননা ২০১৯

সাধারন সভা
২০১৯
বাংলাদেশ
হ্যান্ডবল ফেডারেশন

পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিন যেমনটা আপনার চাই

আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারাবাহিকতায়
এক্সিম ব্যাংকের

আকর্ষণীয় আমানত হিসাবসমূহ

মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্‌ফ আমানত
' ইহলৌকিক শান্তি-পারলৌকিক মুক্তি'

মুদারাবা হজ্জ আমানত প্রকল্প
'আপনার হজ্জ হোক স্বাচ্ছন্দ্যময়'

এক্সিম রুহামা
'তিন বছরে দ্বিগুণ'*

এক্সিম যিয়াদাহ
'পাঁচ বছরে তিনগুণ'*
শর্ত প্রযোজ্য

এক্সিম শেফা
'প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরাপত্তার আশ্বাস'
• মুদারাবা শেফা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প

মুদারাবা মাসিক আয় আমানত প্রকল্প
'প্রতি মাসের মুনাফা যখন উপার্জনের সাথী'

মুদারাবা সুপার সেভিংস আমানত প্রকল্প
'দ্বিগুণ লাভে সমৃদ্ধ আগামীর পথে'

মুদারাবা কোটিপতি আমানত প্রকল্প
'সঞ্চয়ে গাঁথা সুদিনের স্বপ্ন'

মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস
'আজকের সঞ্চয়, আগামীর আত্মবিশ্বাস'
• মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
• মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী প্রকল্প

মুদারাবা দেনমোহর/ বিবাহ আমানত প্রকল্প
'আর তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের দেনমোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও'
সূরা নিসা, আয়াত ২৫

আল ওয়াদিয়াহ চলতি আমানত
'আমানত থাকুক সুরক্ষিত'

মুদারাবা মেয়াদী আমানত
'মেয়াদ শেষ তো মুনাফা শুরু'

এক্সিম স্বপ্ন
'এগিয়ে যান স্বপ্নপূরণের পথে'
• মুদারাবা হাউজিং / অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

এক্সিম সিনিয়র
'আমার সঞ্চয়, আমার অবলম্বন'
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক মুনাফা প্রকল্প
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প

মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত
'সঞ্চয়ের শুরু এখানেই'

মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
'মাসিক সঞ্চয়ে বার্ষিক মুনাফা'

এক্সিম কৃষি
'সঞ্চয়ের বীজে বাড়ুক সমৃদ্ধির ফসল'
• মুদারাবা কৃষি মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প

**এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
EXIM BANK**
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

**এক্সিম ব্যাংকের সকল হিসাব শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ায় মুনাফার হার কম/বেশি হতে পারে

www.eximbankbd.com

সবধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246